১। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী হইতে যত উর্দ্ধে উঠা যায়, ততই বায়ু ক্রমশঃ পাত্‌লা হইতে থাকে। ইহার কারণ বায়ুর ভার ও স্থিতিস্থাপকতা। নিম্নস্থ বায়ু উপরি বায়ুর ভার বহন করিতেছে, সুতরাং স্থিতিস্থাপকতা বশতঃ নিম্নস্থ বায়ু আকুঞ্চিত হইয়া তদুপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক ঘন হইয়াছে। পৃথিবীর নিকটস্থ এক বোতল বায়ুর যত ভার, বহু উচ্চ হইতে একবোতল বায়ু লইলে তাহার ভার কখনই তত হইবে না; কারণ উল্লিখিত হইয়াছে যে নিম্নের বায়ু যত ঘন উপরের বায়ু তত ঘন নহে। প্রকৃতি এই সামান্য নিয়মটি সংস্থাপন করিয়া এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। অধিক নহে, দুইচারি মিনিটের জন্য যদি জগতে বায়ু ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুদ্ধ বায়ু হইলেই যথেষ্ট হইল না। জীব রক্ষার নিমিত্ত বায়ু ঘন হওয়া আবশ্যক। অতি উচ্চের পাত্‌লা বায়ুতে কিয়ৎকাল থাকিলেই শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণনাশ হয়। এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণের জন্য প্রকৃতি নিম্নস্থ বায়ু কৌশলক্রমে উপরের বায়ু অপেক্ষা ঘন করিয়া রাখিয়াছে। উপরের বায়ু জীবের প্রয়োজনীয় নহে, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহা নিম্নের বায়ু অপেক্ষা বিস্তর পাত্‌লা।—কি সুন্দর কৌশল! পাঠিকাবর্গ একবার ভাবিয়া দেখুন একটী মাত্র নিয়মের ভিতরে কত গুণপনা বিরাজ করিতেছে।

২। নিম্নের বায়ুর ঘনতা বশতঃ আর একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। উত্তাপ ব্যতীত উদ্ভিদ্‌ ও জন্তু-দেহ জীবিত থাকিতে পারে না। তুষারময় প্রদেশসমূহ এই কথার সাক্ষী। এই নিমিত্ত প্রকৃতি সূর্য্যরূপ প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড ব্যোমদেশে স্থাপিত করিয়া চারিদিকে উত্তাপ বিতরণ ও উদ্ভিদ্‌ এবং জন্তুর জীবন রক্ষা করিতেছে। সূর্য্যই জগতের উত্তাপের প্রধান কারণ। কিন্তু এই উত্তাপে ও বায়ুর ঘনতায় একটী চমৎকার সম্বন্ধ আছে। সকল স্থানেরই উত্তাপ তন্নিকটস্থ বায়ুর উত্তাপের উপর নির্ভর করে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বায়ু যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, নিকটস্থ ভূভাগের উত্তাপও তাহাই। কিন্তু নিম্নের বায়ু যত উত্তপ্ত হয়, উপরের বায়ু

তত উত্তপ্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ নিম্নস্থ বায়ুর ঘনতা। স্পঞ্জ্ যেমন জল শোষণ করে, তদ্রূপ বায়ু যত তরল (পাত্‌লা) হয়, তত সূর্য্য রশ্মি শোষণ করিয়া লয়। রশ্মি এইরূপে শোষিত হইলে তাহার আর উত্তাপ থাকে না। নিম্নের বায়ুর অপেক্ষা উচ্চের বায়ু অধিক পরিমাণে সূর্য্যরশ্মি শোষণ করে, কারণ উচ্চের বায়ু অত্যন্ত পাত্‌লা। এইজন্য অধিক উচ্চস্থ বায়ু সর্ব্বদাই অত্যন্ত শীতল। ব্যোমযানে করিয়া উড্‌ডীয়মান হইলে অথবা উন্নত পর্ব্বতারোহণ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়; এবং এই কারণবশতই পর্ব্বতগণের শিরোদেশ বারমাস তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কি চমৎকার! একই বায়ু, একই সূর্য্যরশ্মি, অথচ শুদ্ধ বায়ুর ঘনতার ইতর বিশেষ আছে বলিয়া উপরের বায়ু এত শীতল যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর রৌদ্রও পর্ব্বতের উপরে তুষার নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটস্থ বায়ু যদি এরূপ শীতল হইত, তাহা হইলে পৃথিবী কোন ক্রমেই বাসযোগ্য হইতে পারিত না।

৩। বায়ুর ভার না থাকিলে আমরা কোন দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিতে পারিতাম না। খুব উচ্চে, যথা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে, বায়ুর ভার অপেক্ষাকৃত অতি স্বল্প; এবং দেখা গিয়াছে এরূপস্থলে কোন সামগ্রী জলে সিদ্ধ করা অতি দুরূহ। ইহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বরফ ও জল যেমন একই পদার্থ, তদ্রূপ জল ও জল হইতে যে বাষ্প উঠে, তাহারাও একই পদার্থ। বরফের ন্যায় বাষ্পও জলের রূপান্তর মাত্র। যদি বায়ুর ভার জলের উপরে পড়িয়া ইহাকে চাপিয়া না রাখিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে যত জল আছে, সকলই বরফ ও বাষ্পরূপ ধারণ করিত। কারণ কৌশল দ্বারা যদি কোন স্থান বায়ুশূন্য করা যায়, এবং বায়ুশূন্য করিবার পূর্ব্বে যদি সেই স্থানে জল রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহাহইলে অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত সেই জল ফুটিয়া উঠে ও তাহার কিয়দংশ বাষ্প ও অবশিষ্টাংশ বরফে পরিণত হয়। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে বায়ুর ভার না থাকিলে জল থাকিতে পারে না। জল যেন অনুক্ষণ বাষ্পে পরিণত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এবং বায়ুর ভার তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া বাষ্প হইতে দিতেছে না। বায়ুর ভার যত কমিতে থাকে, জল

হইতে বাষ্প তত উঠিতে আরম্ভ হয়। এস্থলে বাষ্পের একটী চমৎকার গুণ বলা আবশ্যক। জল হইতে যখন বাষ্প উঠে, তখন সেই বাষ্প জলের উত্তাপ হরণ করিয়া লয় এবং ক্রমশঃ বাষ্প উঠিতে উঠিতে জলের উত্তাপ এত কমিয়া যায় যে অবশেষে জল শীতল হইয়া বরফে পরিণত হয়। সুতরাং বায়ুর ভার যদি না থাকিত, অথবা এক্ষণে যেরূপ আছে তাহার অপেক্ষা যদি বিশেষ অল্প হইত, তাহা হইলে জল কোন ক্রমেই উত্তপ্ত করিতে পারা যাইত না। অগ্নিপ্রয়োগ করিয়া আমরা যতই উত্তপ্ত করিতে চেষ্টা করিতাম, সে চেষ্টা বিফল হইত। কারণ বায়ুর ভারের লঘুতা বশতঃ জল হইতে বাষ্প উঠিত ও সেই বাষ্প জলের উত্তাপ হরণ করিয়া কোন ক্রমেই তাহাকে উত্তপ্ত হইতে দিত না।

---

# স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(নির্ম্মলা ও প্রমদা)

নির্ম্মলা। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণগুলি যদি প্রস্ফুটিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিবে।

প্রমদা। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক সদ্‌গুণ কি?

নি। লজ্জা, দয়া, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, ইত্যাদি।

প্র। বিবিরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, পুরুষের সঙ্গে হঠ্‌ হঠ্‌ করিয়া বেড়ায় সুতরাং লজ্জা নাই। তবে কি বিবিরা শিক্ষিত হইতে পারে না?

নি। মাথায় ঘোমটা না থাকিলেই যে লজ্জা থাকে না তাহা নহে। লজ্জা ঘোমটায় নহে, লজ্জা মনে।

প্র। মনে লজ্জা তুমি জানিবে কিরূপে?

নি। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে কি লজ্জা প্রকাশ করিতে দেখা যায় না? ঘোমটা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহারা কাপড়ও পরে না, তথাপি তাহারা মস্তক অবনত করিয়া, অথবা চক্ষু মুদিয়া লজ্জা প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্র। সাহেব আর বিবি একসঙ্গেই থাকে তাদের আবার লজ্জা কি?

নি। পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ স্ত্রী-পুরুষে একত্র অবস্থিতি করিতেন। তাবলে কি তাঁদের লজ্জা ছিল না?

প্র। সাহেব বিবির মতন আর থাক্‌তে হয় না। এমন স্বেচ্ছা বিহার আর কোন কালে ছিল না। এদের লজ্জা কোথায়?

নি। সাহেব বিবির মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন, তাঁদের দেখিলে দেবতা বলে বোধ হয়। লজ্জা না থাকিলে এমন ভাল লোক হইতে পারে না।

প্র। লজ্জা না থাকিলে লোক ভাল হয় না, তার প্রমাণ কি?

নি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানুষকে ভাল রাখিবার জন্য, লজ্জা, ভয়, বিবেক, প্রভৃতি সদ্ভাবগুলি মনের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। যতদিন লজ্জা থাকে, লোকে লজ্জাভয়ে পাপ করে না। লজ্জা নষ্ট হইলে পাপ করা সহজ হয়। যাদের লজ্জা নাই, লোকভয় নাই তাহাদের দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিমে যে সকল বাঙ্গালী লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিলে, বোধ হয় যে, তাঁহারা কোনকালে ভদ্র সমাজে অবস্থিতি করেন নাই। পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক লোকভয়ে ভাল থাকে; বিবেকে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা অবগত হইয়া ভাল থাকে, এমন লোক অতি বিরল। এজন্য বলি লজ্জা ভয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্র। কিরূপে লজ্জা রক্ষা করিবে?

নি। পাপভয়ে সঙ্কোচের নামই লজ্জা। পাছে মলিনতা জন্মে এই ভাব মনে থাকিলেই লজ্জা উপস্থিত হয়। পরপুরুষের মুখ দেখিলেই যে, স্ত্রীলোকের লজ্জা যায়, তাহা নহে। কিন্তু যদি কোন পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি করেন, অথবা সর্ব্বদা পাপাচরণে কলঙ্কিত হন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে সতী স্ত্রীর লজ্জা উপস্থিত হইবে। আমাদের দেশে উল্টা ব্যবহার। ভদ্র মহিলাগণ শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতি গুরুজন ও অন্যান্য পরিচিত ভদ্র লোক দেখিয়া ঘোম্‌টা দিয়া লজ্জা প্রকাশ করেন। অথচ অপরিচিত পুরুষ অথবা নীচপ্রকৃতি ভৃত্যবর্গের নিকট কিছুমাত্র লজ্জা প্রকাশ করেন না। ইহা প্রকৃত লজ্জা নহে।

প্র। এরূপ লজ্জা করিলে স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে পারে না।

নি। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত লজ্জার বিরোধ উপস্থিত হয় না। ঈশ্বরের অধীন হওয়া অথবা কর্ত্তব্য ভাবের অধীন হওয়া স্বাধীনতা, পাপভয়ে সঙ্কোচের নাম লজ্জা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। কর্ত্তব্য বুঝিয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া, কার্য্য করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। গাড়ী ঘোড়া চড়াও স্বাধীনতা নহে, কেবল পুরুষের মধ্যে মিশামিশি করাও স্ত্রীস্বাধীনতা নহে; অথচ কর্ত্তব্যবোধে ঐ সকল কার্য্য করা যাইতে পারে।

প্র। এরূপ ভাবে কজন স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? তোমার কেবল স্বাধীনতা না দিবার ফিকির।

নি। যাহাই বল আমি যাহা ভাল বুঝিলাম বলিলাম, ফিকির ফাকীর কিছু বুঝি না।

প্র। লজ্জা থাকিলেও কি লোকভয়ের প্রয়োজন?

নি। লজ্জা থাকিলে লোকভয় থাকিবে না তাহা নহে। জনসমাজের শাসনের নামই লোকভয়। দুষ্কর্ম্মে যে লোকভয়, তাহাই আদরণীয়; তদ্দ্বারা অনেকে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকে, কিন্তু সৎকার্য্যে লোকভয় করা অনুচিত। ঈশ্বরে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার লোকভয়ের প্রয়োজন হয় না। তিনি কেবল ঈশ্বরকেই ভয় করিয়া চলেন, তাঁহার চরণ পাপপথে যাইতে স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়। লজ্জা, বিনয় ও সুশীলতা তাঁহার আভরণ হইয়া থাকে।

---

## ভগিনী ডোরা।

যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সূর্য্যকে সে দিন জগতের কেহই দেখিতে পায় না, অথচ সূর্য্যের কার্য্যের বিশ্রাম নাই। কেহ দেখুক আর না দেখুক, কেহ সাধুবাদ করুক আর না করুক, সূর্য্য আপনার কর্ত্তব্য সংসাধন করিয়া দিন রাত্রি ঘুরিতেছে। এ জগতে কি এরূপ জীবন নাই যাহা এই সূর্য্যের ন্যায় জগদ্বাসীর প্রশংসা বা নিন্দা,

অনুরাগ বা বিরাগ, এ সকল নিরপেক্ষ হইয়া, আপনার শক্তি জগতের কোটী কোটী চক্ষুর অগোচরে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছে? এ পৃথিবীতে রক্ত-স্রোতে অনেক রণমত্ত সৈনিক আপনার জীবনের তরি ভাসাইয়া যশের মন্দিরে উপনীত হইয়াছে। জগৎ তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে এবং ভূয়সী প্রশংসাও করিয়াছে। এ পৃথিবীতে অনেক লোক ঈশ্বরদত্ত অসামান্য বুদ্ধির সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। জগৎ শতমুখে তাহাদের মহিমা গান করিয়াছে। কিন্তু কোথায় কোন্ নির্জ্জন স্থানে কোন পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে—পৃথিবী অনুসন্ধান করিতেছে না; তাহার অস্তিত্বেরও সংবাদ কেহ লয় না।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তর্গত ষ্টাফোর্ড প্রদেশে একজন ভদ্রমহিলা রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার অধিক দিন বাঁচিবার আশা ছিলনা, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র ক্লেশের বা ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তিনি কে যে, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটিয়া আসিত এবং তিনি কিরূপ আছেন জানিতে পারিলেই পরম কৃতার্থ হইত? ওয়ালসাল নগরবাসীরা একদিন শুনিতে পাইল তাহাদের প্রিয়ভগিনী ডোরা ইহলোকে আর নাই। ডোরা কে যে, দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই সুবিস্তীর্ণ নগরের সকলশ্রেণীর লোকেই তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোকের পরিচ্ছদ ধারণ করিল? সামান্য রমণীর প্রতি এত অনুরাগ? এ কোন পুষ্প? কি কারণে ভগিনীর প্রতি এ প্রগাঢ় ভালবাসা? বিদ্বান্ ভাই, বিদুষী ভগিনী,—অভিনিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন—জগতের সাধারণের ঘৃণার পাত্রী রমণীও কিরূপে অসাধারণ কার্য্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে।

থিওডোর পার্কার অথবা ম্যাট্সিনীর নাম শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় না অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হয়? তাঁহাদের অলোকসামান্য কার্য্যাবলির বিষয় স্মরণ করিলে শরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে। জগৎ ইহাদিগকে চিনিয়াছে, কারণ পার্কারের রসনা ও লেখনীর বলে আটলান্টিক হইতে প্রশস্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গিয়াছিল এবং ম্যাটসিনির ক্ষমতায় পৃথিবীর নন্দনকানন ইটালী দেশ বিদেশীয় রাজার সিংহাসন বিকম্পিত

করিয়া তুলিয়াছিল। ভগিনী ডোরার জীবনে এরূপ বক্তৃতা করিবার অথবা লেখনী চালনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবনই বক্তৃতাময়। যে তাঁহার জীবন একবার দেখিয়াছে, তাহারই সুদীর্ঘ উপদেশের ফললাভ হইয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিলে সকলে এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ডোরথি উইণ্ডলো প্যাটিসন ১৮৩২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জানুয়ারী দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত পিতা মাতার দৃষ্টান্তে যতটুকু শিক্ষা হইতে পারে, তাহাই তাঁহার বাল্যকালে হইয়াছিল, কারণ শারীরিক অপটুতা বশতঃ তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইত না। তথাপি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের পাঠাভ্যাস শুনিয়াই বিস্তর শিক্ষা করেন। ডোরথি বাল্যকালে এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই, যাহাতে তাঁহার জীবনের ভাবী মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পীড়ায় সহিষ্ণুতা, দুঃখে প্রফুল্লতা, এই দুইটী গুণ তাঁহার কোমল মনে অতি অল্প বয়সেই বিকাশিত হয়। পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে ডোরথি বাল্যকালেই পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিক্ষা করেন। তাঁহার সকল ভাই ভগিনীই আপনাদের আহার্য্য দ্রব্যের কিয়দংশ অথবা কিছু পয়সা দরিদ্রদিগকে দিতে পারিলেই পরম সুখী হইতেন, ও সর্ব্বদা এই কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। কালক্রমে যখন ডোরথির পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল, তখন তিনি অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষজনোচিত কার্য্যে বালকস্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং এইরূপ শারীরিক শ্রমে তাঁহার শরীর এরূপ সবল হইয়া উঠে, যে তাঁহাকে এই বিষয়ে কোনও পুরুষ অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর, তখনও তাঁহার জীবন কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা ভাবী মহত্ত্বসূচক চিহ্নে চিহ্নিত হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার মনে সঙ্কল্প হয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জীবন যাপন করার মত সুখের অবস্থা আর নাই। তৎকালে ইংলণ্ডীয় সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া ডোরা সংসারেরর অনেক কাম্য সুখের অধিকারিণী হইতে পারিতেন। তাঁহার

সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না—কথোপকথনের গম্ভীরতা এবং সরসতারও অভাব ছিল না; সংক্ষেপে, যে সকল গুণ থাকিলে ইংলণ্ডীয় সমাজে অর্দ্ধদেবতা হইয়া থাকা যায়, ডোরথির সে সকলই ছিল।—কিন্তু তিনি এ সকলের জন্য লালায়িত হইলেন না। তাঁহার প্রাণ প্রতিবেশীর দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল; তাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সকল অভাবই ডোরথির কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তিনি সংসারের প্রমোদ-উদ্যানে কল্পনার কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। আরও ৯বৎসর পিতৃগৃহে কাটিল। কিন্তু তাঁহার মনের আবেগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।—এই সময় "ভগিনী সম্প্রদায়" নামে একদল মহিলা ডোরথির জন্মভূমিতে উপস্থিত হন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে দলবদ্ধ হইয়া রোগীর শুশ্রূষা, দুঃখীর সান্ত্বনা, মূর্খের জ্ঞানবিধান ইত্যাদি জনহিতকর বিষয়ে আপনাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেন। কখনও সম্প্রদায় ছাড়িব না. কখনও সংসারে প্রবেশ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা তাঁহারা কেহ করেন নাই। পরন্তু, যতদিন শক্তি সামর্থ্য থাকিবে, লক্ষ্য অনুসারে কার্য্য করিব বলিয়া যে সচ্চরিত্রা মহিলা নিজের জীবন উৎসর্গ করিতেন, তিনিই এই সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারিতেন।

ডোরথি ইহাঁদিগের সরলতামাখা পবিত্র জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে ভাবিয়া পিতার নিকট ভগিনীসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কুমারী নাইটিঙ্গেলের সহিত আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার জন্য দূরদেশস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পিতার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে সম্মত হন নাই। সম্প্রতি কন্যার এই নূতন মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার আদরের ধন, তাঁহার "চক্ষুর আলোক," তাঁহার প্রিয়তমা ডোরথি ভগিনীসম্প্রদায়ের কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইবে না ভাবিয়া, বৃদ্ধ পিতা আকুল হইলেন। তিনি এবারেও সম্মত হইলেন না; কিন্তু বয়ঃস্থা কন্যাকে নিষেধ করা অবৈধ ভাবিয়া 'তোমার যাহা ভাল বোধ হয় কর' দুঃখ ও বিরক্তির স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন। এইখান হইতেই ডোরার

বাটীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ডোরা দূরস্থ কোন পল্লীগ্রামের শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানে সম্প্রতি উপস্থিত হইলেন, সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে অসাধারণ কার্য্যনিপুণা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল। ডোরা বালকের সহিত বালক হইতেন; তাঁহার গল্প, তাঁহার ক্রীড়া, কখনও শেষ হইত না। সুতরাং বালকেরা তাঁহার কাছে তাহাদের ছোট ছোট হৃদয় খুলিয়া দিত। কেবল শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়াই ডোরার সময় অতিবাহিত হইত, এমন নহে; নিকটে কাহারও কোন পীড়া হইলে, ডোরা উপস্থিত হইতেন—আবশ্যক হইলে সমস্ত রাত্রি রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিতেন, এবং হয় মৃত্যু না হয় আরোগ্য ইহার মধ্যবর্ত্তী কোনও অবস্থাতেই রোগীকে শুশ্রূষা করিতে বিরত হইতেন না। সেই ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া কঠিন পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াই ডোরা ভগিনীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। এই সময় (১৮৬০খৃঃ অঃ) তাঁহার বয়স দ্বাত্রিংশ বর্ষ মাত্র।

নূতন সম্প্রদায় মধ্যে নূতন প্রবিষ্ট হইয়া ভগিনী ডোরথি "ভগিনী ডোরা" নামে অভিহিত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে ভগিনীসম্প্রদায়ের আশ্রমের গৃহকার্য্য এত অধিক পরিমাণে করিতে হইত যে, তিনি সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিতে করিতে অন্তরের সহিত কামনা করিতেন, পিতার গৃহের সেই পূর্ব্বতন স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, ভগিনী ডোরা আপনার মনোমত কার্য্য করিবার সুযোগ অতি অল্প কাল মধ্যেই প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ল্‌স্‌বাই নামক একটী চিকিৎসালয়ে স্বীয় সম্প্রদায়স্থ অন্য কোন কোন মহিলার সহিত ভগিনী ডোরা প্রায় ১ বৎসর কাল রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কি ভাবে এই শুশ্রূষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিরূপে রোগীদিগকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহা পরে বক্তব্য। এইখান হইতে ওয়ালসাল নগরে গিয়া তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এমন এক জন লোক ছিল না যে এই দুঃসময়ে ভগিনী ডোরার উপযুক্ত শুশ্রূষা করে, কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বাঁচিয়া

উঠিলেন।—সেই আমরণ পরিশ্রম, যাহার জন্য ভগিনী ডোরা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন—সেই অবিশ্রান্ত সৎকার্য্যশীলতা, যাহাতে পরিণামে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল—তাহা এই ওয়াল্‌সাল নগরে প্রথম আরব্ধ হয়। (ক্রমশঃ)

---

## বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক উৎসব।

গত ৯ই মাঘ শনিবার অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহে এই উৎসব হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী ছাড়া কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু সভাপতির কার্য্য করেন, শ্রীযুক্তা গিরিজা সুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় একটী প্রার্থনা করেন। কুমারী কাদম্বিনী বসু সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। সভার কার্য্য মহিলাগণ দ্বারাই অতি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়াছে।

## বঙ্গমহিলাসমাজের ১৮৮১ খৃঃ অব্দের বার্ষিক রিপোর্ট।

এই সমাজ যে উদ্দেশে সংস্থাপিত হইয়াছিল যথাসাধ্য তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া,এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া সভা পুনরায় নূতন বর্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য সাধনের আশায় অগ্রসর হইতেছেন। নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত, সভা যতগুলি কার্য্য সাধন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আশা করা যায় যে এবৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

গত বৎসর মাঘোৎসবের কালে যে সাধারণ সভা আহূত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ-সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত হন :—

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু (সভাপতি)

,, কৈলাসকামিনী দত্ত ও }
কুমারী কাদম্বিনী বসু } সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন, বিবি উইল্‌স, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্য, স্বর্ণপ্রভা বসু, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু।

অধ্যক্ষসভা নিয়মিতরূপে মাসে একবার করিয়া আহূত হয়, এবং এই সভা কর্ত্তৃক মাসিক কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হয়। বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রায় প্রতি সপ্তাহে বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশন হইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উপাসনা, জ্ঞানালোচনা ও সামাজিক সম্মিলন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

১০ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গমহিলাসমাজের অধ্যক্ষসভায় যে মাসিক অধিবেশন হয়, তাহাতে গত বৎসরের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সভা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে, এইরূপ অবধারিত হয়ঃ—

১। বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান—সামাজিক সম্মিলনী ও অন্যান্য সভাতে অনেকগুলি বালক বালিকা একত্রিত হইয়া থাকেন। শিশুদিগকে বাল্যাবস্থা হইতে সংশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং বাল্যকালে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই হৃদয়ে উত্তমরূপে অঙ্কিত থাকে। এই সকল কারণে এই সভা শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া একটী গুরুতর কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ইহা সাধন করিবার ভার হস্তে লইতে ইচ্ছুক হন।

এ কার্য্যের ভার কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, বিবি উইল্‌স, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হয়।

কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী কিছুকাল সাপ্তাহিক সভাতে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উপযুক্তরূপ উপকরণ ও উপায় অভাবে এবং আপনার শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য অধিক কাল উক্ত গুরুতর কার্য্যের অনুসরণ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রচারকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকাতে এ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই।

২। পুস্তকালয় সংস্থাপন—মহোদয়া কুমারী মানিং ইংলণ্ড হইতে সভার সাহায্যার্থ কতকগুলি পুস্তক প্রেরণ করেন। সেই সকল পুস্তক দ্বারা একটী অতি সামান্য পুস্তকালয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা ইংরেজি পুস্তক বলিয়া অতি অল্প সংখ্যক সভ্যের উপকারে আইসে। এজন্য দেশীয় ভাষার উপকারী পুস্তক ও সংবাদপত্র সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক বোধে সভা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ও

সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের নিকট পত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা স্থির করেন। এ বিষয় এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

৩। দাতব্য বিভাগ—সভার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের অত্যন্ত প্রয়োজন, এই নিমিত্ত স্থির হয় যে সভাপতি স্বর্ণপ্রভা বসু, শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন ও সুবর্ণপ্রভা বসুর সাহায্য লইয়া দেশহিতৈষী মহোদয় ও মহোদয়াদিগের নিকট হইতে দাতব্য সংগ্রহ করিবেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু গত বৎসর ক্রমান্বয়ে যেরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কোন কার্য্যের ভারই গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বিবি উইল সভার আয়োন্নতি বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

৪। জ্ঞানোন্নতির উপায় বিধান:—মাসে দুই বার উপাসনাসভা আহ্বানের পরিবর্ত্তে একবার উপাসনাসভা এবং অপর শনিবার কোন হিতকর শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশরূপে মহিলাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা সাধারণ সভা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়; এবং তদনুসারে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ও ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু সভায় উপস্থিত থাকিয়া মহিলাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৫। পরিদর্শন:—উপযুক্তরূপ অর্থ সংস্থান না থাকাতে সভা একার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই।

৬। পুস্তক প্রচার:—কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী কর্ত্তৃক রচিত সরল নীতি পাঠ নামক পুস্তকখানি প্রচারিত হয়। তাহার পর শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ঘোষ মহাশয়া কএকটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া সভার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে উপযুক্তরূপ অর্থের অভাবে সেখানি মুদ্রিত করা হয় নাই, এবং এই কারণেই সভা অবশেষে স্থির করেন যে, মহিলাগণ যে সকল রচনা লিখিবেন, তাহা আপাততঃ বামাবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে, তাহার পর সুবিধা হইলে সেই সকল রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইতে পারে। সেই জন্য এ বৎসর নূতন পুস্তক প্রচারিত না হইয়া প্রবন্ধ সকল বামাবোধিনীতে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেনঃ—

শ্রীযুক্তা গোলাপকুমারী ঘোষ—সামাজিক সম্মিলন।

„ কৈলাসকামিনী দত্ত—প্রকৃত উন্নতি।

„ রমাসুন্দরী ঘোষ—সময়ের সদ্ব্যবহার।

„ সুবর্ণপ্রভা বসু—সৌন্দর্য্য।

কুমারী কুমুদিনীকাস্তগিরি—অধ্যবসায়।

„ কামিনী সেন—কথা ও কার্য্য।

এবৎসর অনেক গুলি নূতন সভ্য সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী বিদ্যোৎসাহী ইউরোপীয় মহিলাও আছেন।

গত মার্চ্চ মাসে বিবি নাইট স্বদেশ গমন করেন, তিনি এই সভার এক জন পরমহিতৈষী সভ্য ছিলেন। সভা হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

গত বৎসর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নীর স্মরণার্থক পারিতোষিক পাইবার জন্য "আদর্শগৃহিনী" বিষয়ে রচনা লিখিয়া শ্রীযুক্তা পার্ব্বতীসুন্দরী বসু পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী সুন্দরী বসুর লিখিত "আদর্শগৃহিণী" বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কুমারী কমিন্স (Commins) ইংলণ্ড হইতে স্বহস্তে চিত্রিত কতকগুলি চিত্র সভাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। কুমারী ম্যানিং (Manning) এবৎসর পুনরায় সভাকে কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। কুমারী কলেট (Collet) আত্মবিরচিত একখানি পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। বিদেশীয়া ভগ্নীগণ যে দূরদেশে অবস্থিতি করিয়াও এই ক্ষুদ্র সভার প্রতি এতদূর অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী।

কিছুদিন হইল ডাক্তার কার্পেণ্টার (Carpenter) একখানি পুস্তক উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য তিনি সভার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

বিবি চিটহাম অত্যন্ত সহৃদয়তা সহকারে সভাকে বাৎসরিক ৫০৲ টাকা দাতব্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

স্ত্রীশিক্ষার সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস এবং ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত সারধারি লাল মাসিক ১০ টাকা করিয়া দাতব্য সভার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত মহোদয়দ্বয় সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই অর্থ দ্বারা ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা কয়েকটী রমণীর শিক্ষার সাহায্য করা হয়।

| আয় | ব্যয় |
| --- | --- |
| মাসিক দাতব্য সংগ্রহ...১০০৵১০ | গাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয়—৯৬॥১০ |
| বিবি চিটহামের বাৎসরিক দান...৫০ | ঋণশোধ— ৩০ |
| সারধারি লালের মাসিক দান...৭০ | শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়— ১০০ |
| | ২২৬॥১০ |
| বাবু দুর্গামোহন দাসের ঐ—৩০ | স্থিতি ২৫॥৵০ |
| কোন মহিলার এককালীন দান ২ | |
| ২৫২৵১০ | |

এস্থলে বক্তব্য সাবেক হিসাবে সভার প্রায় ১০০ টাকা ঋণ রহিয়াছে, তাহা পরিশোধের বিশেষ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সভা এবৎসর অনেকগুলি বিপদ ও ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া এবং উপযুক্তরূপ অর্থের সাহায্য না পাওয়াতে অনেকগুলি আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। আশা করা যায় যে এ বৎসর সভ্যগণ নব উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। ঈশ্বর এই শুভ কার্য্যে আমাদিগের সহায় হউন।

---

## বসন্ত-পঞ্চমী।

(পারিতোষিক সভায় রাণাঘাট বালিকাবিদ্যালয়স্থ ছাত্রীগণের পঠিত কবিতাবলী।)

কতসুখে গত নিশা, পোহাইল স্বজনি,
কিসুখের উষা আজ, রেখে গেছে রজনী।

কত শোভা মনোলোভা, আজিকার গগণে,
বাসন্তি কুসুম গন্ধ, আজিকার পবনে,
বসন্ত রাগের ছায়া, বিহঙ্গের কূজনে,
মধুকর মনোহর স্বরে গায় সঘনে;
পিককুল ভাঙ্গাগলা, মন সাধে সাধিছে,
নব তারে ভয় বীণা পাপিয়ায় বাঁধিছে,
মলয় পবন মাঝে মাঝে সাড়া দিতেছে,
উত্তরে বাতাস যেন, জ্যান্তে মরা হয়েছে।
কেন আজ হেন ভাব, ধরিয়াছে ধরণী?
যেদিকে তাকাই যেন, হাসে দিগ রমণী।
ঘুরিল বর্ষের চাকা, ফিরে মাঘ আইল,
কবিগণে হৃষ্টমনে ইষ্ট দেবী পাইল।
দেবমাতা বীণাপাণি বঙ্গবাসী গৃহেতে,
এসেছেন পুনরায় ভক্তগণে তুষিতে।
তাই বঙ্গ বরাঙ্গনা নববেশ ধরেছে,
পঞ্চমী মেলায় ভাই, রাণাঘাট মেতেছে।
বাগ্‌বাদিনি,—সরস্বতি, শিক্ষাশিল্পরূপিণি,
বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত বালকের জননি!
"একচেটে" থেকোনা মা, বালকের পূজাতে,
ছেলে মেয়ে ভিন্ন বোধ করে কোন্ মায়েতে?
আমরাও খাসা করে,দোত গুলি ধুয়েছি,
নূতন কলম কেটে তার মুখে দিতেছি,
বাকস পলাস দ্রোণ কত ফুল তুলেছি,
আমের বোল্ যবের শীষ যত্ন করে এনেছি,
আমরাও বীরখণ্ডী খইচুর খেয়েছি,
তপ্ত ভাত টেনে ফেলে চিঁড়ের ফলার করেছি,
হাতা বেড়ি ছাড়ি মাগো পাঁজিপুঁথি ধরেছি,
মূর্খ নাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।

অবলা বাঙ্গালীবালা বলে ঘৃণা করো না,
জ্ঞানদাত্রি, জ্ঞান কণা দিতে যেন ভুলো না।
পঞ্চমী মেলার নাহি দেখি কোথা তুল না,
এমন সুখের মেলা যেন কেহ ভুলো না।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ইহাতে,
কি আছে এমন যজ্ঞ পাপ পূর্ণ কলিতে?
বিদ্যায় উৎসাহ দান বিদ্যাদেবী সমুখে,
ইহার মহিমা কিবা প্রকাশিব এ মুখে?
পঞ্চমী মেলার সৃষ্টি যাঁহাদের প্রসাদে,
তাঁহাদিগে সুখে দেবি, রেখো তব শ্রীপদে।

## নূতন সংবাদ।

১। এ প্রদেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও অনেকগুলি বালিকা তত্রত্য বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাদিগের নাম দেখিয়া বোধ হয়, সকলেই ইউরোপীয় এমিলি করকরি, সিসিলিয়া কাথারিণ ওয়ার্ড, মিনা মে কনওয়ে, এলেন হল এবং মেরী রিচার্ডসন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটী ২৭ স্থানীয় হইয়াছেন।

২। বড় বিস্ময় ও খেদের বিষয় বিলাতেও মন্দ অভিপ্রায়ে বালিকা দিগকে বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি বিবী যোজেফাইন বট্‌লার এতদ্বিষয়ে লণ্ডনের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে এক পত্র লিখিয়াছেন। লর্ডসভা হইতে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে।

৩। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে একটী সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে যে সকল স্ত্রীলোক আরোহী যাতায়াত করিবেন, স্ত্রীলোক দ্বারা তাহাদিগের টিকিট সংগ্রহ হইবে। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে এরূপ নিয়ম অনেকদিন অবধি প্রচলিত।

৪। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ কারী যে আইন লর্ডলিটনের রাজত্ব-কালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় লর্ডরিপণের রাজত্বে গত ১৯এ জানুয়ারি তাহা রহিত হইয়াছে। এই কার্য্যদ্বারা লর্ডরিপণ এদেশের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

৫। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বগুড়া শুভসাধিনী সভার উদ্যোগে দুইটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

## বামাগণের রচনা।

### বর্ষাকালের নদ।

কোথা যাও যাও নদি নাচিতে নাচিতে,
এক ভাবে নিরন্তর এক দিক পানে,
তব গতি হেরি হেন লয় মম চিতে
নিগূঢ় কামনা কোন উদিয়াছে মনে। ১

কেন বেশ ভূষা এত হেরি তব আজ
কল কল রব এত বাড়িয়াছে কেন?
কি আনন্দ উছলিছে তব হৃদি মাঝে,
কেন আজি সবাকার ভুলাতেছ মন? ২

আছিল কন্টকে পূর্ণ ভুমিখণ্ড কত,
সদাই করিতে তার তব শোভা হ্রাস,
ঘুচাতে কি সে আপদ, জল বৃদ্ধি এত?
ডুবালে তাদেরে, করি শোভার বিকাশ। ৩

দুই দিকে শোভে এবে শ্যামল বরণ,
থরে থরে তরু রাজি জন মনোহর,
বিবিধ তরণী শ্রেণী নয়নরঞ্জন,
খেলিতেছে মাঝে নদি, তব বক্ষোপর। ৪

সুন্দরী সুন্দর কণ্ঠে মুক্তা হার সম
অসংখ্য তরঙ্গ মালা পরিয়াছ গলে;
তব অনুপম শোভা, বাড়াইতে মন,
রবিকর স্পর্শে তারা দ্বিগুণ উজলে। ৫

নবীন যৌবন এবে বুঝি, বা পেয়েছ
ঢল ঢল করিতেছ সৌন্দর্য্যের ভরে,
নিজ দেহ, তাই কি গো এত সাজায়েছ,
নাচিয়া চলেছ—দ্রুত, আনন্দ অন্তরে? ৬

পূর্ণ দেহ দেখি বুঝি সহসা আসিয়া,
স্বামি-সম্ভাষণ, সাধ উপজিল মনে,
হেলে দুলে ঢলে ঢলে নাচিয়া নাচিয়া
একমনে ছুটিয়াছ পতি অন্বেষণে। ৭

যাও তবে যাও ত্বরা,—পতির উদ্দেশে,
এখনি পাইবে প্রাণনাথের সন্ধান,
মহানন্দে নিজদেহ মিশাইয়ে শেষে
পতির বিশাল দেহে জুড়াইবে প্রাণ। ৮

শ্রীমতী বি, সু।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৩ সংখ্যা } ফাল্গুন ১২৮৮—মার্চ্চ ১৮৮২। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড রিপণের রাজত্ব এদেশীয়দিগের পক্ষে বহু কল্যাণসূচক। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে, দরিদ্রদিগের জন্য (Savings Bank) সঞ্চয় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আত্মশাসন প্রণালীর সূচনা হইতেছে, আবার শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য একটী কমিশন বা সভা নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালে এক লিপি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে অনেকগুলি আশ্বাসবাণী প্রচার করেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার অল্পই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমরা আশা করি এত দিন পরে গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপ পালন করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাসম্বন্ধে যে সম্প্রদায় যে অভাব অনুভব করেন, তাহা অবিলম্বে এই কমিশনের গোচর করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে গুরুতর অভাব রহিয়াছে, নারীজাতির হিতৈষীগণ এ সময় নির্ব্বাক্ থাকিবেন না।

---

সম্প্রতি আসিয়াটিক মিউসিয়ম নামক কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ চিত্রশালিকায় দেশীয় শিল্পজাতের প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। শিল্পকার্য্যে এদেশীয়-

দিগের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিয়া অনেক ইউরোপীয়কেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছে। নদিয়ার কারিকরদিগের গঠিত মৃণ্ময় মূর্ত্তি, ঢাকাই কাপড়, কাশ্মীরের শাল, উড়িষ্যার ধাতুপাত্র প্রভৃতি নানাস্থানীয় শিল্পচাতুর্য্য বিস্তর আছে. রাজার ও সাধারণের উৎসাহদান এ সকলের উন্নতিপক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

---

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় এবৎসর ১ম শ্রেণীতে ১৯, ২য় শ্রেণীতে ৪৯, ৩য় শ্রেণীতে ৩৭ মোটে ১০৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। বৎসর বৎসর উপাধিধারী কৃতবিদ্য-দিগের সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু মাতৃভূমি তাহাদিগের উপর যে আশা করে, তাহা সম্পন্ন হইতেছে কৈ ?

---

ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন তাঁহাদিগের নামের সহিত স্ত্রী-শিক্ষার যোগ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করা যে তাঁহাদিগের প্রধানতম উদ্দেশ্য, এই পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। বঙ্গদেশে অন্তঃপুরশিক্ষার সাহায্যার্থ তাঁহারা অধিক অর্থদানে অগ্রসর হইয়াছেন এবং খৃষ্টানেরা ধর্ম্মপ্রচারার্থ যেরূপ সুলভ বেতন লইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা অসম্প্রদায়িক ভাবে সেরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সভার জানুয়ারি মাসের পত্রিকায় এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিতকর কয়েকটী প্রস্তাব পাঠেও আমরা আনন্দিত হই-লাম। এদেশীয়দিগের এই সভার সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করা বিধেয়।

---

কলিকাতার বড় লাট সাহেবের আগমনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রাজা রাজড়ার আগমন হইতেছে। জয়পুরের মহারাজা আসিয়াছেন। ত্রিবঙ্কুর ও বেতিয়া প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের মহারাজারাও আগতপ্রায়। ভূপালের সুবিখ্যাত বেগমও আসিতেছেন। রাজারা কলিকাতা আসিয়া অবশ্য কোন বহুমূল্য রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের

সাময়িক আগমনের চিহ্নস্বরূপ যদি কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে আগমন সার্থক হয়।

---

গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিসের অধীনে কতকগুলি "Savings Bank" সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নতির একটী বিশেষ উপায় করিতেছেন। দরিদ্র লোকেরা যাহা আনে, তাহা খাইয়া ফেলে, এক পয়সা জমাইতে পারে না, ইহাতে চিরকাল দুঃখের অবস্থায় থাকে। অনেকে ঋণ করিয়া তাহার সুদে সুদে দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হইয়া মারা যায়। এখন যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন, ।৹ আনা, ॥৹ আনা করিয়া ব্যাঙ্কে জমাইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাহাতে বিশ্বস্তচিত্তে এ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টাপর হওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত স্থান সকলে নূতন নিয়ম অনুসারে পোষ্টাফিসে সেবিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে :—

সমুদয় বঙ্গদেশে, কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ (যথা বরাহনগর, বেহালা, বেলঘরিয়া, টালিগঞ্জ, হাওড়া, শিবপুর) ছাড়া। (২) নাগপুর ছাড়া সমুদয় বেহারে। (৩) সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে। (৪) পোর্টব্লেয়ার ছাড়া সমুদয় বৃটিষ বর্ম্মায়। (৫) সমুদয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে। (৬) সমুদয় পঞ্জাবে। (৭) অযোধ্যার সকল স্থানে। (৮) মধ্য প্রদেশের সকল স্থানে। কুর্গ ছাড়া মান্দ্রাজের কোন স্থানেই, এবং বোম্বাইয়ের কোন স্থানেই, টাকুই ছাড়া সিন্ধু দেশের কোন স্থানেই হইবে না। রাজপুতানায়, আজমীর ছাড়া এবং মধ্য ভারতবর্ষের ইন্দোর, নওগঞ্জ ও গোয়ালিয়র ছাড়া, কোন স্থানে সেবিংস্ ব্যাঙ্ক নূতন নিয়ম অনুসারে হইবে না।

---

আমাদিগের বড় লাট সাহেবের সহধর্ম্মিণী লেডী রিপণ দেশবাসীদিগের সহিত মিশিতে চান এবং দেশীয় সুকুমার বিদ্যার উৎসাহদাত্রী, ইহা দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি দেশীয় সঙ্গীত শ্রবণার্থ ইতি-মধ্যে এক দিবস মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভবনে আতিথ্য স্বীকার

করেন। লেডী রিপণের সহিত হৃদ্যতা স্থাপনার্থ দেশীয় কৃতবিদ্য রমণীগণের চেষ্টা করা বিধেয়।

---

গত মাঘ সংক্রান্তির দিন কলিকাতার টাউন হলে জাতীয় সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে হৃদয়গ্রাহী কয়েকটী বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছিল। স্থানান্তরে অন্য দিবস ব্যায়াম ক্রীড়াদি প্রদর্শন হয়। এই সভা স্ত্রীলোকদিগের প্রস্তুত শিল্পকার্য্যের প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, এ বৎসর তাহার অনুরূপ কোন কার্য্য না দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। জাতীয় সভার কার্য্য করিবার অনেক আছে, আমরা আশা করি, সে দিকে অধ্যক্ষদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে।

---

# ভগিনী ডোরা।

(২০৫ সংখ্যা ৩১৭ পৃষ্ঠার পর।)

বিখ্যাত বার্মিংহাম নগরের সার্দ্ধ তিনক্রোশ দূরে ওয়াল্‌সাল নগর অবস্থিত। এইখানে বিস্তর কয়লা ও লৌহের খনি আছে, এই নগরবাসীরা ঐ সকল খনির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বলা বাহুল্য এই সকল বিপদসঙ্কুল স্থানে কার্য্য করিয়া নিরাপদে অক্ষত-শরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—প্রায় প্রত্যহই ওয়াল্‌সালের খনিতে অথবা লৌহের কলে অল্প বা অধিক পরিমাণে মানুষ আহত হইত। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া ভগিনীসম্প্রদায় নগরে অধ্যক্ষদিগের অভিমতানুসারে ওয়াল্‌সালে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। ভগিনী ডোরা এই চিকিৎসালয়ের আংশিক ভার প্রাপ্ত হন। এইখানে একদিন ভগিনী ডোরা চিকিৎসালয় হইতে দূরে কোন পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে জনৈক দুষ্ট বালক কোন অজ্ঞাতকারণে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ডোরার ললাটদেশ রক্তাক্ত করিয়া দেয়। ভগিনী ডোরা কিছুই বলিলেন না। অবশেষে একদিন সেই বালক ভয়ানক আঘাত পাইয়া ভগিনী ডোরার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আসিল। দেখিবা মাত্র ডোরা

চিনিতে পারিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বালক এতাবৎ কাল মনে ভাবিতেছিল ডোরা তাহাকে চিনিতে পাবেন নাই—কিন্তু এই ভাবিয়া তাহার বড়ই অনুতাপ হইতেছিল যে এমন সদয়হৃদয়া মহিলাকে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করিল! এখন আর থাকিতে না পারিয়া সজল-নয়নে বলিয়া উঠিল, 'ভগিনি, আমিই তোমাকে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছিলাম!' ভগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন 'তা আমি জানি'।—বালক অবাক্ হইল এবং অপরিস্ফুট ভাষায় আপনার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইল। কিয়ৎকাল ওয়ালসালে থাকিয়া ডোরা ভগিনী সম্প্রদায়ের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া একটী উন্মাদরোগগ্রস্তা বৃদ্ধার শুশ্রূষার জন্য কোন দূরস্থ নগরে গমন করেন। ডোরা মনোযোগের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তখন গৃহে ফিরিবার অনুমতি পান নাই। এখন সে অনুমতি পাইলেন, কিন্তু তিনি আর যাইতে ইচ্ছা করিলেন না—ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার অন্ধকারে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া ওয়ালসালে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত রহিলেন।

অস্ত্রচিকিৎসায় কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা না থাকিলে, তাঁহার কার্য্য সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা ডোরার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতেই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই চিকিৎ-সালয়ের অস্ত্রচিকিৎসক ডোরার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, শুশ্রূষা করিবার শক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অস্ত্রচিকিৎসার অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেন। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, স্থূলতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে একজন উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ডোরা অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল গুণের অধিকারিণী হইলেন। রোগীর রোগযন্ত্রণা বা পীড়ার সাংঘাতিক আক্রমণ ক্রমাগত সন্দর্শন, মৃত্যুর শোকময় গভীর ভাবোদ্দীপক গৃহে নিয়ত অবস্থান— এরূপ অবস্থায় কোমল মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায় ইহাই

স্বাভাবিক। কিন্তু ভগিনী ডোরার পক্ষে এ সকল কিছুই ঘটে নাই।—রোগী যখন ভয়ানক যন্ত্রণায় চট্‌ফট্‌ করিতেছে, ডোরা তখন প্রফুল্লমুখে তাহার নিকট আসিতেন, এবং তাহাকে মিষ্ট সান্ত্বনার কথা বলিয়া অথবা হাস্যোদ্দীপক মধুর আখ্যায়িকা ও গল্প শুনাইয়া রোগযন্ত্রণার লাঘব করিতেন। ডোরা যখন ওয়ালসালে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি জগতের প্রখ্যাতনামা পুরুষদিগের ন্যায়, পুস্তকে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে, এবং প্রকাশ্য বক্তৃতার তূরী ভেরী নিনাদ করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রণালী উত্তরকালে চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন প্রথম চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করেন, এমনি ধীরতা ও নিরহঙ্কারের সহিত স্বীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে তখন কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই।—কেবল ওয়ালসাল নগরের ক্ষুদ্র অপরিষ্কৃত পথে জনসমাজের অবহেলার পাত্র যে সকল বালক বালিকা সাহস করিয়া চিকিৎসালয়ে আসিতে পারিত না, ডোরার কার্য্যাবলী তাহারাই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিল। কারণ ডোরা স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতেন। দুটী কারণে ডোরা এই শুশ্রূষা ও চিকিৎসা কার্য্যে আপনার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একটী কারণ এই যে ওয়ালসালে আসিবার কিছু পূর্ব্বে ডোরার মনে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরূপের প্রতি সন্দেহ জন্মে—এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সুপরিষ্কৃত মত ছিল না। এই অবস্থায় মন যেরূপ দোলায়মান হইতেছিল, সৎকার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাকেই ডোরা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ঔষধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর একটী কারণ এই যে এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা হয়—বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ভগিনী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। ভগিনী ডোরার মন ইহাতে কোন্‌দিকে যাইবে ভাবিয়া এত বিচলিত হয়, যে এই দ্বিধা ভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য শরীর মনকে অনুক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা ভিন্ন তিনি উপায়ান্তর দেখেন নাই। কিন্তু কেবল এই কারণেই তিনি আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিলে, এবং তাঁহার নিজের কথা পাঠ করিলে অবগত হওয়া

যায়, ডোরা ধর্ম্মকে জীবনের দৈনিককার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। যাহাহউক, এসম্বন্ধে সবিশেষ পরে বক্তব্য।

এইখান হইতেই ডোরার আমরণ পরিশ্রমের আরম্ভ। যদি শতকণ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ডোরার অসাধারণ কার্য্যের প্রশংসা গান করিতাম—যদি শতকর্ণ থাকিত, ডোরার অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত জীবনের কাহিনী শ্রবণ করিতাম। আহার নিদ্রার দিকে দৃক্‌পাত নাই, ওই যে রমণী ওয়ালসাল নগরের পথে পথে দরিদ্র বালকদিগের পরিচর্য্যার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন; শীত গ্রীষ্ম তুল্য জ্ঞান করিয়া ওই যে মহিলা কুৎসিত রোগের আবাসস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গন্ধময় ব্যাধি-জর্জরিত রোগীর মুখচুম্বন করিতেছেন—মুখে পবিত্রতার হাসি অথচ রোগীর জন্য অন্তরে গভীর বেদনা। উহার জীবনের সহিত, হে ভাই, হে ভগিনী, একবার ,জগতের পরিচিত ও পরম গৌরবাস্পদ নরশোণিত-পিপাসুদিগের জীবনের তুলনা কর দেখি? ঈশ্বরের ভাবিয়া ডোরার যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ বলিয়া জগৎ তাহা দেখিল না, কিন্তু সেই অনন্ত দেবতা অন্তর্যামীর স্মরণে তাহা রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে।

দীর্ঘকাল শরীরকে অগ্রাহ্য করিয়া ডোরা অচিরাৎ তাহার ফলভোগ করিলেন। ডোরার ভয়ানক পীড়া হইল। পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ওয়াসাল নগরবাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং সেই অবধি ডোরাকে একজন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মা বলিয়া বুঝিল। পীড়ার যন্ত্রণায় ডোরার মনের শান্তি অপহরণ করিতে পারে নাই, তিনি শীঘ্রই আরোগ্য-লাভ করিলেন।

এই সময়ে ওয়াল্‌সাল নগরে ভয়ানক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। চারি-দিকে নগরবাসীরা হাহাকার করিতে লাগিল,ডোরার কোমল প্রাণ উথলিয়া উঠিল তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। চিকিৎসালয়ে রোগীর শুশ্রূষা, চিকিৎসালয়ের বহির্ব্বাটীতে যাহারা রোগের জন্য পরামর্শ লইতে আসিত, তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান ও ঔষধদান, এইকার্য্যেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। অবশিষ্ট যে টুকু সময় থাকিত, ডোরা সঙ্কল্প করিলেন,তাহা বসন্ত-

রোগীর শুশ্রূষার জন্য ব্যয় করিবেন। যে সকল দরিদ্র অর্থাভাবে সুচিকিৎসিত হইতে পারে না, ডোরাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন; যে সকল অনাথ অনাথাদিগকে রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে দেখিয়াও তাহাদের বন্ধু বান্ধব নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিয়াছিল, ডোরা ভিন্ন কে নিশীথ সময়ে তাহাদের সেবা করিবে? একদিন রজনী যোগে ডোরা সংবাদ পাইলেন, ভয়ানক বসন্ত রোগের যন্ত্রণায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত একজন দরিদ্র লোক তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছে। ডোরা অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন একজন মাত্র প্রতিবেশিনী রোগ-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা। ডোরা তাঁহাকে পয়সা দিয়া আলো জ্বালিবার জন্য কয়েকটী বাতি আনিতে বলিলেন, স্ত্রীলোকটী যে গেল, আর আসিল না। ডোরা একাকী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রোগী মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল। "ভগিনি! আমি যাই, আমাকে জীবনের শোধ একবার স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন কর।" বিলাসপ্রিয় ভাই ভগিনী, বিশ্বাস করিবে কি? ডোরা সযতনে সেই জর্জরিত অর্দ্ধ মৃতদেহটী নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, এবং মাতা যেরূপ সন্তানকে চুম্বন করেন, ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে চুম্বন করেন, সেইরূপ ডোরা রোগীর বসন্ত-ক্ষতবিক্ষত-মুখ মণ্ডল সস্নেহে চুম্বন করিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গেল, রোগীর জীবনের অবসান হইল, ডোরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃত দেহ কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং সূর্য্য উদিত হইলে প্রতিবেশীদিগকে এই সংবাদ দিয়া ডোরা স্বীয় চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়েতে অন্য কয়েকজন ভদ্র মহিলা ডোরার শুশ্রূষা কার্য্যের সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। তথাপি ডোরার কার্য্যের কিছুই হ্রাস হয় নাই। ডোরার চরিত্রের কেমন একটু মাধুর্য্য ছিল, অসাধুতা যাহার সমক্ষে লজ্জা পাইত, দুর্বৃত্ত যাহার নিকট শিষ্ট হইত, রোগী যাহার সমক্ষে যন্ত্রণা ভুলিত, শিশু যাহার সমক্ষে ক্রন্দনে বিরত হইত, সাধারণ লোকে যাহার সমক্ষে আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া উপলব্ধি করিত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র কেন দিন দিন বিস্তৃত হইবে না? ওয়ালসাল নগরের মদ্যপায়ীরা অচির কাল মধ্যে

তাঁহার চক্ষে পড়িল। মদ্যপানের পর সচরাচর যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে তাহাতে অনেকে আহত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আসিত। ডোরা তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন, তাহাদের নিকট ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং আর যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে মদ্যপানে প্রবৃত্ত না হয় সর্ব্বথা তাহার চেষ্টা করিতেন।

এই সময় ওয়াল্সালে এমন একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হন, যিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে ডোরার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এত দিন ডোরা হয় সমকক্ষ, না হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। সম্প্রতি উচ্চতর মহত্তর বুদ্ধির সমক্ষে ডোরার দুর্দ্দমনীয় তেজ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। ডোরা তাহা জানিতে পারিলেন, তথাপি তাঁহার দিকে ডোরার হৃদয় এমনি আকর্ষিত হইল যে ডোরা ইঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার একজন বন্ধু নিকটস্থ কোন ধর্ম্মমন্দিরের আচার্য্য ছিলেন। তিনি এই বিপত্তিসময়ে উপস্থিত হইয়া ডোরার পরদুঃখকাতরতা, শুশ্রূষা-কার্য্য-নিপুণতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা তাঁহাকেই ভাবিতে বলিলেন, এবং সেই সকল ভাবিয়া এই নূতন ভাব হইতে তাঁহার মনকে দূরে রাখিতে বলিলেন। ডোরা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে তিনি শীঘ্রই ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ; চিকিৎসালয়ের প্রাচীন ডাক্তার পীড়া দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির :— বলিলেন "ভগিনী ডোরা মরিয়া গেলে আমি আর এখানে আসিব না।" সকলেই জিজ্ঞাসা করে—ডোরা কেমন আছেন। অবশেষে ডোরা আরোগ্যলাভ করিলেন।

একটী কথা এখনও বলা হয় নাই। ডোরা ভগবানের আশির্ব্বাদের নাম গ্রহণ এবং তাঁহার উপাসনা না করিয়া কোনও চিকিৎসা কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। চিকিৎসালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডোরা সকল রোগীকে একত্র করিয়া উপাসনা করিতেন, এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। যে রোগী উদ্ধতভাবে উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইত, ডোরা তাহারই মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং যাহাতে তাহার দুর্ব্বুদ্ধি যায়, তদর্থে তাহাকে

অধিক যত্নের সহিত সেবা করিতেন। সমস্ত দিনই ডোরা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কিসে তাহার শরীর সুস্থ থাকিবে কিসে সে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইবে, ডোরা সমস্ত দিন তাহার আয়োজনেই কাটাইতেন। রাত্রিতেও ডোরার বিশ্রাম ছিল না; এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ডোরা দ্বিপ্রহর রজনীতে কোন সন্দেহবাদী রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নতজানু হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য ও সুমতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রমে এমন সময় আসিল যখন ওয়ালসালে সকলেই ডোরার চিকিৎসাকে তাহাদের রোগ হইতে মুক্তির এক মাত্র অব্যর্থ উপায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ডোরাও সকলকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী, পুত্র ও কন্যা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রোগীদিগের সকলকেই এক একটী মিষ্ট নাম দিয়াছিলেন, এবং সকলকেই সমানভাবে আদর করিতেন। দিন রাত পরিশ্রম করিয়া তিনি কখন আহার করিতেন, কখন নিদ্রা যাইতেন, তাহার কিছুই স্থির ছিল না। যাহা হউক, প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগিনী ডোরা চিকিৎসালয়ে আসিতেন এবং তাঁহার 'চার্লস্ রাজা' 'কেলে' তাঁহার 'হাতমোটা,' প্রভৃতি তাঁহার ভালবাসার পাত্রগণকে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কোন রোগী মনে করিল, তাহার প্রতি যথোচিত যত্ন দেখান হইতেছে না (যদিও প্রায় কেহই এইরূপ মনে করিত না) তাহা হইলে সে রাত্রি আর ডোরা নিদ্রা যাইতেন না। অবিশ্রান্ত রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রজনী প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াও ডোরা তাঁহার সুদৃঢ় ও সবল শরীরের সহায়তায় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াল্‌সাল নগরে কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা দ্বারা আপামরসাধারণ সকলের নিকট এই সত্য প্রচার করেন যে প্রত্যেক সাধুব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রচারক; প্রত্যেকেই যদি চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ একটী আত্মার সদ্গতির উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভগিনী ডোরার হৃদয়ের নিভৃতস্থান হইতে এই উপদেশ বাক্যের প্রতিধ্বনি উঠিল। ঈশ্বরের পরিচারিকা হইয়া

ডোরা পাপী ধরিতে বাহির হইলেন। চিকিৎসালয়ে স্থায়ী রোগী এবং প্রাত্যহিক বাহিরের রোগী, নগরের দরিদ্ররোগী, এ সকলের শুশ্রূষা করিতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, তাহার পর স্বতঃগৃহীত প্রচারকার্য্যের ভার—ডোরা ঈশ্বরকৃপায় সকলই যুগপৎ সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ ওয়াল্‌সাল নগরবাসীরা এই সময় ডোরাকে তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ একখানি গাড়ি ও একটী ঘোটক প্রদান করেন। ইহাতে ডোরার কার্য্যের কিছু সুবিধা হয়। আজও ডোরার মূর্ত্তি ওয়ালসালবাসীর হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ওয়াল্‌সালনগরবাসীরা বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপূরিত হইয়া স্মরণ করিবে, কেমন করিয়া জগৎ নিস্তব্ধ হইলে ঘোর নিশীথসময়ে একমাত্র অসহায়া রমণী ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া এবং ধর্ম্ম-বীরত্বে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ওয়াল্‌সালের নিশাচর পুরুষ এবং নিশাচরী রমণীদিগকে সেই অনন্তকরুণাময় দেবতার নাম শিক্ষা দিতে যাইতেন; আজও ওয়ালসালবাসীরা আশ্চর্য্য বলিয়া থাকে এবং সুদীর্ঘকাল বলিবে কি অটল সাহসে ডোরা ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিয়া খাটিয়া ঘুরিতেন এবং পবিত্র জীবনের তেজে দাম্ভিক পাপিষ্ঠদিগের দম্ভ চূর্ণ করিয়া পৃথ্বীতলে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত দেখিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার একজন বন্ধু,—জনৈক ভদ্রমহিলা—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'আপনি কেমন করিয়া এই সকল নরকের কীট-দিগের সহিত এত দীর্ঘকাল বাস করেন। ডোরা তদুত্তরে এই বলিলেন "আমি যখন উহাদের চক্ষু দিয়া দেখি এবং উহাদের মন দিয়া সকল পদার্থের বিচার করি, সংক্ষেপতঃ যখন ঠিক উহাদের অবস্থায় আপনাকে অবস্থিত কল্পনা করি, তখন জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়, প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া প্রার্থনাধ্বনি আপনাহইতে উত্থিত হয়, ঈশ্বর আপনি শিখাইয়া দেন, উহাদের উন্নতির জন্য কিরূপ কথা বলা আবশ্যক।"

---

# গৃহ-লক্ষ্মী।

কালের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। মহাকালের মহিমার নিকট সকলেরই মস্তক অবনত। কাল কাহারই সম্মান করে না, কালে দৈববাণীও বন্ধ্যা হইয়া যায়। এক কালে লক্ষ্মী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি মন্ত্রবিদ্যোপজীবী, গ্রামযাজী, চিকিৎসক, সূপকার এবং দেবলের ঘরে গমন করেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে চিকিৎসকগণকে "লক্ষ্মীছাড়া" বলিতে কাহার সাহস হয় না; বরং অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, এখন সমস্ত দেশকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গৃহলক্ষ্মী চিকিৎসকের ঘরেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী স্থলান্তরে বলিয়াছেন, যিনি ক্রোধ বশতঃ বিবাহ এবং ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করেন এবং স্ত্রী-সঙ্গিনী হইয়া দিবাভাগে বিহারাদি করেন, তিনি তাঁহাদিগের ঘরে গমন করেন না। লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী মহাদেবী, তাঁহার সকল কট্‌ই শোভা পায়। কিন্তু যে কালে বিবাহ ভারতীয় সমাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই আর্য্যকুলহিতৈষিণী লক্ষ্মীদেবী ভারতবর্ষে আর্য্যবংশ বৃদ্ধির জন্য বিবাহের বিঘ্নকারীকে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন ভারতে সে সময় নাই, এখন আর্য্যবংশ হ্রাসের প্রয়োজন হইয়াছে। কেননা, আমরা দেবীর সাবেক আইনের মর্ম্মানুসারে পৈতৃক নিষ্কর বাস্তু বন্ধক দিয়া কিম্বা বিক্রয় করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে আনিতেছি এবং অর্থাভাবে সন্তানগণকে প্রতিপালন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে চিরকালের তরে মনুষ্যত্বে বঞ্চিত ঘরে ভিক্ষুক ও চোর ডাকাইতের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। যাহারা পিতা মাতার অসঙ্গতি নিবন্ধন মনুষ্যের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ, স্বাস্থ্য ও পৃথিবীর অন্যান্য সৌভাগ্যভোগে বঞ্চিত থাকে, তাহাদিগের জন্ম না হওয়াই ভাল। এই জন্য আমাদের নিতান্ত প্রার্থনা যে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থার একটু সংশোধন করিয়া দেন; অর্থাৎ "যে ব্যক্তি হীনাবস্থায় বিবাহ করিবে এবং যে ঐরূপ বিবাহ ভাঙ্গিয়া না দিবে, তিনি তাহার ঘরে যাইবেন না।" যদিও এদেশে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্নে আফিস, আদালত কল কারবার

প্রচলিত হওয়ায় দিবাভাগে স্ত্রী-সঙ্গিনী, ইত্যাদি ধারা প্রায় নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে,—তথাপি হলি ডে ও রবিবারাদির জন্যও ধারাটী বলবৎ থাকাই উচিত।

লক্ষ্মী বলেন, "মাটির পৃথিবীতে ক্ষণভঙ্গুর-দেহ যে সকল মানুষ বাস করে, তাহারা কোন্ ছার! যদি আমার প্রাণাধিক স্বয়ং চক্রপাণি প্রাতঃ-কালে শয্যাত্যাগ করিয়া অঙ্গার চূর্ণ কিম্বা প্রাদেশ-পরিমিত তরুশাখা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন না করেন, মলিন বস্ত্র পরিধান করেন, রাশি রাশি আহার করেন, সকলকেই নিষ্ঠুর বাক্য বলেন, সূর্যোদয়ে ও অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকেন, তবে আমি তাঁহাকেও ত্যাগ করি।" লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যেরূপ খর মেজাজের লোক, তাহাতে সকলই সম্ভবে। আমরা জানি, কেহ কেহ হেয়ারব্রাসে একটু চা খড়ি চূর্ণ মাখাইয়া দন্ত মার্জ্জন করেন, নৈশ গ্লানি দূরীকরণার্থ এত অধিক নিদ্রাভোগ করিয়া থাকেন যে, জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ; বাক্য দ্বারা এমন অমৃত বর্ষণ করেন যে, ভৃত্য বা অনুগতবর্গ সম্মুখে আসিতে ভয় পায়, তাঁহারা এই আচরণগুলি স্ব স্ব গৃহলক্ষ্মী দ্বারা পাস্ করাইয়া রাখিবেন। তাঁহারা যদি বলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, তবে কোন ভয়ও নাই। আর ঐ সকল ব্যবহারের কোন অংশে যদি গৃহলক্ষ্মী-গণের কিছুমাত্র অসন্তোষ থাকে, তবেই বিভ্রাট্! লক্ষ্মী চঞ্চলা হইলে জ্যাজিকার সুখ-সৌভাগ্য কল্য পথের ধূলিবৎ কোথায় উড়িয়া যাইতে পারে।

যিনি নিজ চরণ ও মস্তক উত্তমরূপে ধৌত করেন, যাঁহার গৃহিণী শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করেন, যিনি অল্পাহারে তুষ্ট থাকেন, শয়নকালে পরিহিত বসন ত্যাগ ও পর্ব্বরজনীতে স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করেন না; তিনি চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া হইলেও তাঁহার প্রতি গৃহলক্ষ্মীর কৃপা হয়। যে সকল গৃহিণীর শারীরিক সৌন্দর্য্য তাদৃশ অধিক নহে, তাঁহারা যেন উপরিউক্ত বচন দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয়েন; কেননা শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য কেহ দায়ী নহে, মানসিক উৎকর্ষ জন্য প্রত্যেকে দায়ী; অতএব তাঁহারা মানসিক সৌন্দর্য্য-সাধন করিয়া স্ব স্ব দায়িত্ব ঘুচাইয়া রাখিবেন।

নরকুল-হিতৈষিণী নারায়ণী আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কত বাক্যই ব্যয় করিয়াছেন। আমরা যদি সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার আদেশ পালনরূপ ব্রত সাঙ্গ করি, তবে আমাদের কিসের ভাবনা? তিনি বলিয়াছেন, "প্রিয়ম্বদ, বৃদ্ধোপসেবী, মিতবাক্, লঘুহস্ত, কার্য্যকুশল, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যা ও বিনয়াবনত, পরোপতাপবিরত, গর্ব্বশূন্য, প্রেমিক, স্নান-বিলম্বী, দ্রুতভোক্তা, সত্য-শৌচ-ত্যাগ-শীল পুরুষ আমার অতিশয় প্রিয়।" ইহার কোন কথাটীই নয় বলিবার নহে। কিন্তু কালসহকারে মানুষ এতই পাষণ্ড হইয়া যাইতেছে যে দৈববাণীরও খুঁত কাড়ে। কেহ বলেন ১৫ মিনিটের অধিক জলে থাকা উচিত নহে এবং দ্রুত আহার করিলে খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে লালার সহিত মিলিত না হওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। এখন আমরা কি করি? "চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌ক্তে" এই দৈব ভাষায় লিখিত দৈববাণী বিশ্বাস করিব, না শবব্যবচ্ছেদী অপবিত্রদেহ শারীর-বিজ্ঞানবিদের কথা শুনিব? এ মামলাও গৃহলক্ষ্মীর এজলাসে দায়ের করিলাম, তাঁহার বিচারই শিরোধার্য্য।

## জীবরাজ্য ও তাহার বিস্তার।

পুরাতন ও নূতন মহাদেশ তুলনা করিলে জীব সংস্থান বিষয়ে অনেক তারতম্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত মহাদেশে বৃহৎকায় ও সুন্দরাকৃতি জন্তুদিগের বাস, শেষোক্ত মহাদেশে সেই এক জাতীয় জন্তুই যেন শাপভ্রষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও কুৎসিৎ আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া আমেরিকা হইতে মিগাথিরিয়স, শ্লথ, আর্ম্মাডিলো প্রভৃতি বৃহদায়তন জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারা আকৃতিতে হস্তী গণ্ডার অপেক্ষাও বৃহৎ। বুনস আইরিসের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও বিশাল-দেহ চতুষ্পদ সকলের অস্থি বাহির হইয়াছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে এক সময়ে আসিয়া ও আফ্রিকার অরণ্যচারী বৃহৎ জীবদিগের সমতুল্য বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জন্তু সকল আমেরিকার পৃষ্ঠে বিচরণ করিত, এক্ষণে তাহাদিগের দেহাবশেষ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে।

উষ্ণপ্রধানতম হইতে হিমপ্রধানতম স্থান পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে দেখা যায়, এমন অনেক জন্তু আছে যাহারা শীত বা গ্রীষ্মের একশেষ সহ্য করিয়া থাকে এবং তাহারা বন্য বা পোষিত উভয় অবস্থাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানে দৃষ্ট হয়। গ্রাম্য কুকুর জাতীয় জন্তু সকল বন্য অবস্থায় ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, বেলুচিস্থান, নেটোলিয়া, নিউবিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য স্থান এবং উভয় আমেরিকা খণ্ডেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পোষা কুকুর মানুষের বিশ্বস্ত সহচর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই বাস ও বিচরণ করিতে সমর্থ। প্রাচীন মহাদেশের সমমণ্ডল (Temperate Zone) গোজাতির আদিম বাসভূমি। কিন্তু গোজাতি উত্তর হিমবৃত্তের অন্তবর্ত্তী লাপলাণ্ডে গিয়াছে এবং স্পেনীয়দিগের সহিত দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে। অশ্বও গোজাতির ন্যায় পুরাতন মহাদেশের সমমণ্ডল নিবাসী, কিন্তু ইহাও হিমপ্রধান আইসলণ্ড, জনশূন্য পাটাগোনিয়াতে বাস করে এবং বন্য অবস্থায় অরিনোকো নদীতীরে পালে পালে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্যের হস্তে পড়িয়া এবং মনুষ্যের অভীষ্ট সাধন করিতে গিয়া সময় সময় ইতর জন্তুদিগকে যে ক্লেশভোগ করিতে হয়, অশ্ব তাহার প্রমাণ। ভূমণ্ডল পর্য্যটক হম্‌বোলড্ আমেরিকা পর্য্যটনকারী বন্য অশ্বদিগের শোচনীয় অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

বর্ষাকালে সাবানাতে যে সকল অশ্ব বিচরণ করে, তাহারা যদি লানোসের উচ্চ-ভূমিতে পৌঁছিবার সময় না পায়, নদীর প্লাবনে দলে দলে জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। তরঙ্গের উপরে তৃণের যে সকল অগ্রভাগ জাগিয়া থাকে, ঘোটকী সকল বৎস সমভিব্যাহারে ভাসিতে ভাসিতে তাহাই ভক্ষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় কুম্ভীরেরা তাহাদিগের অনুসরণ করে। তাহাদিগের জঙ্ঘাতে এই ভীষণ জন্তুদিগের দশনাঘাত চিহ্ন অনেক সময় দেখাযায়। অধিক জল কুম্ভীরময়, নির্জ্জলস্থান এককালে মরু-প্রান্তর, এই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমেরিকার গো, অশ্ব ও অশ্বতর কর্দ্দমময় জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। দিনে রাত্রে আবার ক্ষুদ্র জাতীয় শত্রু ভয়ে ইহাদিগকে সশঙ্কিত থাকিতে হয়। দিনের বেলা ডাঁশ মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া আক্রমণ করে, রাত্রে বৃহৎজাতীয় বাদুড়

সকল তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে নখর বিদ্ধ করিয়া ঝুলিতে থাকে! এই নখরাঘাতে যে ক্ষত হয়, তাহাতে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে এবং তদ্দ্বারা অনেকের প্রাণ বিয়োগ হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অশ্বতর সকল এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ দন্তদ্বারা চিরিয়া তাহার রসপানে তৃষ্ণা নিবারণ করে। জল-প্লাবনের সময়ে ইহাদিগকে আবার কুম্ভীর সর্প প্রভৃতি শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া জলরাজ্যে বাস করিতে হয়। প্রকৃতির তথাপি এমনি কৌশল যে এত বিপদ্ ও সঙ্কটের মধ্যেও এই জীবদিগের বংশ রক্ষা পায়। জলোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে মাঠ সকল একপ্রকার সুগন্ধি তৃণে পরিবৃত হয়, বিপদুত্তীর্ণ জন্তু সকল পরমানন্দে তাহা উপভোগ করিতে থাকে। আমেরিকার অশ্বেরা যে বন্য অবস্থাপন্ন হইল, মনুষ্যই তাহার কারণ। লাপ-লাণ্ডের প্রথম উপনিবেশীগণ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ টী ঘোটক লইয়া তথায় উপনীত হন, উপনিবেশ স্থান অল্পদিন পরিত্যাগ করিতে হওয়াতে তাঁহারা ঘোটক সকল পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই ঘোটকেরা বন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ৪৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৮০ সালে তাহারা মাগেল্লান প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।

গর্দ্দভ যদিও অত্যন্ত সহিষ্ণু জীব, কিন্তু ঘোটকের ন্যায় শীতাধিক্য সহ্য করিতে পারে না। সমমণ্ডলের উত্তর ভাগে অর্থাৎ ২০ হইতে ৩০ অক্ষাংশ মধ্যে গর্দ্দভ সুখে বাস করিতে পারে। ৬০ অক্ষাংশের পরে ইহার বংশবৃদ্ধি হয় না এবং ৫২ অক্ষাংশ পরে ইহা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। মেষ ও ছাগজাতি বহুতর স্থানে বিক্ষিপ্ত, ইহারা শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য সহ্য করিতে পারে। জিমারম্যানের মতে মেষের আদিম জাতি উত্তর মহাদেশের পার্ব্বত্য ভূমিতে বাস করিতেছে এবং ছাগের আদিমজাতি ইউরোপ খণ্ডের উন্নত ভাগে বসতি করে। ৬৪ অক্ষাংশের নিম্নে প্রাচীন মহাদেশের সর্ব্বত্র শূকর দেখা যায়, ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে মালয়জাতি ইহা-দিগকে পালন করিয়া থাকে। নূতন মহাদেশে আনীত হইয়া শূকরেরা ৫৩ উত্তর অক্ষাংশ হইতে পাটাগোনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকাও ওসানিয়াতে পূর্ব্বে বিড়ালের নাম গন্ধ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই ইহার বংশ বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ বন্য জন্তুর মধ্যে

শৃগাল, খরগোষ, কাটবিড়াল ও আরমিন বিড়াল অধিক স্থানব্যাপী, কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। দূরবর্ত্তী কোন দুই দেশে ইহাদিগের দুইজাতির সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।

---

# বঙ্গদেশের শিক্ষাবিবরণ ও স্ত্রীশিক্ষা।

(১৮৮০—৮১ স)

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের গতবর্ষের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে, ইহা অবগত হইয়া আহ্লাদিত ও আশান্বিত হওয়া যায়। লোক সংখ্যাগণনানুসারে বঙ্গদেশে অধিবাসীর সংখ্যা ৬ কোটী ৮০লক্ষ, ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ স্ত্রীলোক। ডিরেক্টর সাহেব স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক সংখ্যা ৫১ লক্ষ ধরিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক ৬জন এরূপ বালকের ১জন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কারণ গতবর্ষে ছাত্রসংখ্যা ৮, ৯৩, ৯৪১ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যে হীনতর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, শিক্ষালাভ যোগ্য দেড়শত বালিকার ১জন মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি বৎসর বৎসর এ বিষয়েও উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নানাবিধ বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্ববর্ষে ২৮, ২২৫ ছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৪৬২০ হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যাও গতবর্ষে ১৭১টী বাড়িয়াছে। গতবর্ষে মোটে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮১০১টী এবং ছাত্র সংখ্যা ১, ০৯, ৪৫৯ বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৭৭ সাল হইতে এপর্য্যন্ত চারি বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়সংখ্যা দ্বিগুণিত এবং ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৬০ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। আর একটী আনন্দের সংবাদ এই দেশবাসিগণ বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনে দিন দিন অধিক অগ্রসর হইতেছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টকে শতকরা প্রায় ৭৮ টাকা শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল, পর

বর্ষে ৪৬ টাকা হয়, এবং গত বর্ষে তাহা কমিয়া ৪০ টাকা মাত্র হইয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্বাধীন (Private) বিদ্যালয় সকলের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল। ১৮৮০ ডিসেম্বরে যে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ১১৮৪ জন এবং প্রথম আর্ট পরীক্ষায় ৩২০ জন উত্তীর্ণ হয়। ১৮৮১ জানুয়ারির বি, এ, পরীক্ষায় ১২৬ এবং অনর ও এম, এ, পরীক্ষায় ২৯ জন এবং বি এল, পরীক্ষায় ৩৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেডিকাল কলেজের প্রথম এম, বি, ও এল, এম, এস পরীক্ষায় ১১ জন এবং শেষ পরীক্ষায় ২৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেশীয় ধাত্রী ৮ জন ধাত্রী-বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। এই সকল দেখিয়া সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল বৎসর বৎসর অধিক আশাপ্রদ বোধ হইতেছে। দেশীয় ধাত্রীশ্রেণীর উন্নতি দ্বারা এক দিকে যেমন স্ত্রীলোকদিগের উপার্জনের একটী পথ হইতেছে, অন্যদিকে উৎকৃষ্ট ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া দেশের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিতেছে।

আমরা এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণের আলোচনা করিব। আমরা গত বৎসর যে অনুযোগ করিয়াছিলাম, এ বৎসর তাহার অধিক কারণ দেখিতে পাই না। প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এবং সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষা অবস্থা উভয়ই বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীবিদ্যালয় দুটী ছিল, তাহাই আছে, ছাত্রীসংখ্যা ২৫১ হইতে ৩০৭ হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ৫৯৫ হইতে ৭৩১ হইয়াছে, তাহার ছাত্রীসংখ্যাও ১২৯৫৪ হইতে ১৫৮৬৯ দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন বিদ্যালয় সকলের উন্নতিও আনন্দকর, ৬০টী বিদ্যালয় স্থলে ১০৭ এবং ২০২৫ ছাত্রীসংখ্যা স্থলে ৩৬০৭ হইয়াছে। ইহাদ্বারা দেখা যায় বিদ্যালয় সংখ্যা মোটে ৮৪০টী এবং তাহাদের ছাত্রীসংখ্যা ১৯৭৮৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকবিদ্যালয়ে ১৩,৪৫৫টী বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। এইরূপ বালিকার সংখ্যা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি না হইয়া বরং প্রায় ২০০ কমিয়াছে, ইহার কারণ ডিরেক্টর সাহেব কিছু উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ইহা অনুসন্ধান-যোগ্য।

স্ত্রীবিদ্যালয় সকলের মধ্যে বেথুন স্কুল শীর্ষস্থানীয়। ইহা হইতে ৩টী বালিকা প্রবেশিকা এবং একটী এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকায়

১ম বিভাগে একটী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়া ২০ টাকার ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেথুন স্কুলে বি, এ, শ্রেণী খুলিয়া দুইটী ছাত্রী তাহাতে অধ্যয়ন করিতেছেন, ইহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় আর কি হইতে পারে? দুঃখের বিষয় বেথুন স্কুলের এতাদৃশ সুফল হইয়াও ইহার ছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধি নাই— মোটে ১০৯টী মাত্র। গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় বালিকাবিদ্যালয় ঢাকার ইডেন স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ১৯৭টী। নিম্ন বালিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইহার ৪টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। উহাতে উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন আমরা দেখিতে চাই। উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বেথুন স্কুলের নিম্নে ফ্রি চার্চ্চ নর্ম্মাল স্কুল, ইহা হইতেও একটী ছাত্রী এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় ২, ৬১,০০০ টাকা। কলিকাতায় আমেরিকা, চার্চমিসন, স্কটলণ্ডীয় চর্চ্চ ও ফ্রিচর্চ্চ মিসন এই চারিটী খৃষ্টীয় সম্প্রদায় অন্তঃপুরিকা, নর্ম্মালস্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং অনাথদিগের শিক্ষা বিধানার্থ প্রায় ১৮০০ টাকা মাসিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টীয় কয়েকটী সম্প্রদায় ৯টী বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মাসে ২৬৯ টাকা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য লইয়াছেন। মিসনরীগণ স্ত্রীশিক্ষার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা অবশ্য আনন্দের বিষয়, কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা কার্য্য কিরূপ হইতেছে এখনও জানিতে পারা যাইতেছে না।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৩ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাবিদ্যালয় ৮৬ ও বালিকা সংখ্যা ৪৬১০ ছিল, এ বৎসর বিদ্যালয় ১৭৩ এবং বালিকা ৮০২৬ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যে সাধারণের যত্ন বাড়িতেছে, তাহা এই প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ২৪ পরগণায় পূর্ব্ববর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ৯৭২ ছিল, গত বর্ষে ১৭৮৫ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত আহ্লাদকর। নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ২টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। নদিয়াতে ছাত্রীসংখ্যা আরও অধিক— ২২০৩ জন, ইহাদিগের মধ্যে ২টী নিম্ন বাঙ্গালা এবং ৫টী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টান এবং কয়েকটী মুসলমান ছাত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। যশোহরে ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। "যশোহর ইউনিয়ন" নামক সভার যত্নে যে অনেক সুফল ফলিতেছে, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মুরশিদাবাদে

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হীন। যাহাহউক তথাহইতে নিম্ন বাঙ্গালা পরীক্ষায় একটা ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাবড়া, বঙ্গদেশের এই কয়েক স্থান স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সহকারিতা এই উন্নতির প্রধান কারণ। গতবর্ষে এই সভার অধীনে ৩৫টী বালিকা পরীক্ষা দেয়। অন্তঃপুর পরীক্ষার্থিনী ৩ জনের মধ্যে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছে। শেষ বর্ষের বৃত্তি পরীক্ষায় ৫ জনের মধ্যে ৪ জন, উচ্চতর বৃত্তি পরীক্ষায় ১৩ জনের মধ্যে ৬ জন, নিম্নতর বৃত্তি পরীক্ষায় ৪৪ জনের মধ্যে ২১ জন উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৩ জন উচ্চতর এবং ১২ জন নিম্নতর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। বাঁকুড়ার একটী মুসলমান বালিকা একটী নিম্নতর বৃত্তি পাইয়াছে, ইহা নূতন ঘটনা।

রাজসাহী বিভাগে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা যার পর নাই শোচনীয়। ডিরেক্টর দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, এখানে এমন একটীও বিদ্যালয় নাই যে কোনপ্রকার বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রী প্রেরণ করিতে পারে। অন্যান্য স্থানের মাজিষ্ট্রেটদিগের স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ দানের পরিচয় পাওয়া যায়, এ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি আছে কি না জানিতে পারিলাম না।

ঢাকা বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। ইডেন বিদ্যা-লয়ের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বিক্রমপুর, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ অনেকগুলি হিতকরী সভা হইয়াছে এবং তাহাদ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সাহায্য হইতেছে। শিক্ষা রিপোর্টে ইহাদিগের উল্লেখ না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ঢাকা জেলার নিম্নবাঙ্গালা বৃত্তি পরীক্ষায় ১টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী পরীক্ষায় ৮০ জন উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ এবং ৫৪ জন ১ম, ১০জন ২য় ও ৫জন ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ফরিদপুরে ৬টী বালিকা প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,তন্মধ্যে ১টী বালিকা স্বয়ং একটী পাঠশালা খুলিয়াছে, এরূপ সদ্‌দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নাই। বাকরগঞ্জে ১টী বালিকা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী

পরীক্ষায় ৯টী উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৭টী ১ম, ও এক একটী ২য় ও ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার ১টী নিম্ন বাঙ্গালায় ও ১টী প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি অনেকটা সন্তোষকর। স্কুলের সংখ্যা ১০৩ হইতে ১৩০ এবং বালিকা সংখ্যা ২৬২০ হইতে ২৮৩৮ হইয়াছে। এই উন্নতির অধিকাংশ ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে, চট্টগ্রামে বালিকা সংখ্যা ৪টী মাত্র বাড়িয়াছে। কমিল্লার ফৈজিন্নুসা বিদ্যালয় ইডেন স্কুলের নিম্নে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাহইতে মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিতে ১জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রাইমারী পরীক্ষায় এ জেলা হইতে ২১টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। চট্টগ্রামে ৯টী বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮০টী ছাত্রী। প্রাইমারী পরীক্ষায় ৭জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ২টী ১ম শ্রেণী ও ১টী ৩য় বিভাগে স্থাপিত হইয়াছে। নোয়াখালিতে ২২টী বালিকা বিদ্যালয়, প্রাইমারী পরীক্ষায় ৫টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পাটনা বিভাগে ২২৯ হইতে বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যা ২৬৫ হইয়াছে। বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ৯০০ হইতে ১৮৭০ হইয়াছে, ইহার মধ্যে এক দরভাঙ্গার ছাত্রীসংখ্যা ১৬৮০, ইহা আশার অতীত বলিতে হইবে।

ভাগলপুর বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিবর্ত্তে হীনাবস্থাই দৃষ্ট হয়। ছাত্রী সংখ্যা পূর্ব্ববৎসরে ৭২৭ ছিল, ৬৪০ হইয়াছে। ১টী নিম্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছোটনাগপুরে ৫০০ ছাত্রী শিক্ষা করিতেছে।

উড়িষ্যার ছাত্রীসংখ্যা ৮২১ ছিল, ৮৮৩ হইয়াছে। বালেশ্বরে ১টী বালিকা নিম্ন বাঙ্গালা ও ৬টী প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালেশ্বর কটক ও পুরীতে ক্রমান্বয় ২৫৫, ১৪৪, ও ৩০টী পাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইনস্পেকট্রেস বিবী হুইলারের প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে অন্তঃপুরে ১৯৪৩টী স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কয়েকটী খৃষ্টীয় সভার নিযুক্ত শিক্ষায়িত্রী দ্বারা ইহাঁদিগের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইহাঁদের শিক্ষার অবস্থা অতি হীন বলিতে হইবে। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসো-সিয়েশন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেছেন, শিক্ষা বিবরণে তাহার উল্লেখ হওয়া উচিত ছিল।

# আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৫ সংখ্যা, ৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

পর্টুগীজদিগের দ্বারা নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের কথা শুনিয়া নানা দেশীয় নাবিকগণ তাহাদের জাহাজে কার্য্য করিবার জন্য পর্টুগালে আসিয়াছিল। জেনোয়া রাজ্যের অধিবাসী কৃষ্টফার কলম্বস্ তাহাদের মধ্যে এক জন। তাঁহার জন্মের স্থান ও কাল বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে তিনি সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নানা দুর্ঘটনাবশতঃ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়েন এবং জীবন-যাত্রার জন্য নাবিকের কার্য্য আরম্ভ করেন। কলম্বসের বাল্যশিক্ষা তদনুরূপই হইয়াছিল। একেত নাবিকের কার্য্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাহাতে আবার শিক্ষার সাহায্য ও গুরুজনের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত। তিনি এত উৎসাহ ও যত্নের সহিত ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন যে অতি অল্প কালের মধ্যে তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপে শিক্ষিত হইয়া তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ খ্যাতির মূলস্বরূপ নাবিকের জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয় নাবিকগণ ভূমধ্য সাগরের যে সকল বন্দরে গতিবিধি করিত, তিনি প্রথম প্রথম কেবল সেই সকল স্থানেই গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারিল না। তিনি আরও অধিক দূর গমন করিতে প্রয়াসী হইয়া আইসলণ্ড যাত্রা করিলেন ও তাহার উপকূল ভাগ পরিদর্শন করতঃ তাহার উত্তরে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহার ধনবৃদ্ধি হয় নাই বটে, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছিল ও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি স্ববংশীয় কলম্বস্ নামা এক জন বিখ্যাত নাবিকের অধীনে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট তিনি অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সাহস ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয়

দিয়াছিলেন। একদা পর্টুগালের নিকট কতকগুলি দিনামার পোতের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি যে পোতে ছিলেন তাহাতে অগ্নি লাগিয়া যায়। কলম্বস সেই সময় জীবন রক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং একটী দাঁড় অবলম্বন করিয়া তিন ক্রোশ সন্তরণের পর কূলে উপনীত হইলেন।

কিয়দ্দিবস বিশ্রামের পর তিনি লিস্‌বন যাত্রা করিলেন। এখানে তাঁহার স্বদেশীয় অনেক নাবিক অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে তথায় বাস করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ সেখানে তাঁহার গুণের পরিচয় দিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। তিনি তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন ও একটী পর্টুগীজ মহিলাকে বিবাহ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই বিবাহে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার কোন ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও সুবিধাই হইয়াছিল। যুবরাজ হেন্‌রি যে সকল বহুদর্শী নাবিককে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগেরই এক জনের কন্যা। তাঁহার পিতাই মেদিরা ও পোর্টোসান্টো আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও মানচিত্র সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ঐ সকল দেশ দেখিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মেদিরা, আজোর্স, কানেরি দ্বীপ ও গিনি উপনিবেশ সকলে গমন করিলেন এবং তথায় কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিলেন।

এই সকল দেশে গতি বিধি নিবন্ধন ক্রমে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ইউরোপের এক জন প্রধান নাবিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কৌতূহল বৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অতিশয় বলবতী ছিল। পর্টুগীজেরা যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল ও যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যে আবিষ্কার কার্য্যের আরও উন্নতি করা যাইতে পারে, এবং আরও নূতন নূতন স্থান সকল আবিষ্কৃত হইতে পারে।

সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে যাওয়াই তখনকার লোকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বর্ড অন্তরীপ আবিষ্কারের পর হইতে অনবরত এই চেষ্টাই চলিতে

ছিল। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বেষ্টন করতঃ ভারতবর্ষে যাইবার আশায় ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই যাওয়া হইতেছিল। এই পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং যদিও পথ পাওয়া যায়, তথাপি সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে এত সময় লাগিবার সম্ভাবনা, যে তাহা তখনকার লোকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ও অনিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নন্ অন্তরীপ হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক লাগিয়াছিল, অবশিষ্ট পথ বাহির করিতে আরও কত সময় লাগিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কলম্বসের মনে হইতে লাগিল, পশ্চিমদিক্ দিয়া আরও সহজে ভারতবর্ষে যাওয়া যায় কি না। তাঁহার নিজের বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান, প্রাচীন-দিগের এতৎ সম্বন্ধে অনুমান, এবং তদানীন্তন নাবিকদিগের মত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে আট্লাণ্টিক পার হইয়া যাত্রা করিলে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন প্রদেশে নিশ্চয়ই উপস্থিত হওয়া যায়।

নানাযুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কলম্বস্ এই অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় তখনকার লোকে জানিত এবং পৃথিবীর পরিমাণও কতক কতক স্থির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা গিয়াছিল যে তখন আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যে অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা পৃথিবীর অতি সামান্য অংশ। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মনে হইল যে পৃথিবীর অবশিষ্ট অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অংশ যদি কেবল সমুদ্রজলে পরিপূর্ণ ও মনুষ্যবাসের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার খর্ব্বতা হয়। অবশ্যই সেখানে স্থল আছে, তাহা মনুষ্য ও জীবজন্তুতে পূর্ণ। তৃতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ স্থলভাগ আছে, তাহার সামঞ্জস্যের জন্য অপর দিকেও উপযুক্ত পরিমাণে স্থলভাগ আছে। পৃথিবীর আকার ও বিস্তার হইতে যে সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তদানীন্তন লোকদের অনুমান তাহার সাহায্য করিল। একজন পর্টুগীজ নাবিক পশ্চিমদিকে অন্যান্য নাবিক অপেক্ষা অধিকদূরে গমন করিয়া ভাসমান একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়া দেখিল তাহাতে নানারূপ কারুকার্য্য রহিয়াছে। তখন পশ্চিম দিক্

হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এইজন্য তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তাহা আট্‌লাণ্টিকের পর পারস্থ কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে আসিয়াছে। কলম্বসের একজন আত্মীয়ও মেদিরা দ্বীপের নিকট সেইরূপ খোদিত একখণ্ড কাষ্ঠ পাইয়াছিলেন এবং তাহাও পশ্চিম বায়ুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আসিয়াছিল। অনেকদিন পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইলে আজোর্স দ্বীপের উপকূলে অনেক উৎপাটিত বৃক্ষ আসিয়া লাগিত এবং একবার দুইজন মনুষ্যের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের আকার ইউরোপ কি আফ্রিকার লোকের মত নহে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন প্রাচীন গ্রীক লেখকের ও ইউরোপের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলোর বর্ণনায় লোকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বদিকে বহুদূরবিস্তৃত। ইহাহইতে কলম্বস্ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে পৃথিবী যখন গোলাকার তখন অবশ্যই ভারতবর্ষ যত পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে, ততই আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং বোধ হয় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দ্বীপ সমূহ হইতে ভারতবর্ষ অধিক দূরে নহে। কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের মতেও ভারতবর্ষ ইয়ুরোপের পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতদিগের মত জানিবার জন্য ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লরেন্স্ নগরীর পল্ নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসককে তাঁহার সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করেন এবং দৃঢ়তার সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিবার জন্য কলম্বসকে বিশেষ উৎসাহিত করেন।

---

## দেশভ্রমণ।

### ভেরসেইল (Versailles).

বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে পারিস নগরের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইয়ুরোপ মধ্যে যে সেটি একটী অতি সুন্দর স্থান, পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি পারিস ছাড়িয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মনোরম উদ্যান ও সম্রাট্ ভবন ভেরসেইল সহরের বিষয় কিছু উল্লেখ

করা যাইতেছে। চতুর্দ্দশ লুইর সময় হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত প্রায় দ্বিশত বৎসর ব্যাপিয়া এইস্থান ফরাসিস্ সম্রাটদিগের বাসস্থান ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন স্থান ছিল। ফরাসিস্ সম্রাট বিশেষত চতুর্দ্দশ লুই, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ ও স্বয়ং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইয়ুরোপের নানাস্থান জয় করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল এইস্থানে আনিয়া স্থাপিত করেন। অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া সুনিপুণ কারুগণ কর্ত্তৃক বৃহৎ প্রাসাদ ও উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। কেবল সম্রাট লুই ইহাতে এক সহস্র মিলয়ান ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই উদ্যান প্রস্তুত করিবার জন্য এক সময় ষট্‌ত্রিংশ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এ স্থানেই ১৭৮৯ খ্রীঃঅব্দে ফরাসিস বিদ্রোহিতার স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে ও তন্নিবন্ধন লুই ষোড়শ হত হন। লুই ফিলিপ প্রাসাদের কিয়দংশে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণচিহ্ন সম্বলিত এক চিত্রশালিকা স্থাপিত করেন। যে প্রথম নেপোলিয়ন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ুরোপের নানা স্থানে বিজয়পতাকা প্রতিষ্ঠা করিয়া বার্লিন নগর বীরদর্পে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সময়ে আবার তাঁহার রাজধানীর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভাবিলে ঐহিক বীরত্ব ও গৌরব কত নশ্বর, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৭০ অব্দে ফরাসি ও প্রুসিয়ার যুদ্ধে এই রাজপ্রাসাদ জর্ম্মণ সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় রূপে পরিণত হয়। এখানেই অন্য একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা সংসাধিত হয়। ১৮৭১ খৃঃঅব্দের ১৮ই জানুয়ারি প্রুসিয়ার রাজা সমগ্র জর্ম্মণ দেশের সম্মতিক্রমে সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও প্রুসিয়া এক রাজছত্রের অধীন হইল।

ভেরসেইলের অধিবাসী সংখ্যা ৬২,০০০ হাজার হইবে। সকল দেশের ভ্রমণকারীরাই এখানে রাজপ্রাসাদ, চিত্রশালিকা ও উদ্যান দেখিতেই আসিয়া থাকেন। নগরে প্রবেশ করিলেই সুপ্রশস্ত রাজপথ ও তৎপার্শ্বস্থ সুসজ্জিত বৃক্ষাবলী দৃষ্ট হয়।

রাজপ্রাসাদ—প্রবেশ করিতেই দক্ষিণ দিকে ভজনালয় ও তৎপরে প্রতিনিধি সভার গৃহ। বৎসর দুই হইল, প্রতিনিধি মহাসভা পারিস নগরে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজপ্রাসাদ এত বিস্তীর্ণ ও তথায় দেখিবার এত

জিনিষ আছে, যে তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া উঠা যায় না। নিম্নতল গৃহে ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধীয় ফ্রান্সের পূর্ব্ব সময় হইতে নেপোলিয়নের সময় পর্য্যন্ত যোদ্ধৃবীর ও যুদ্ধ ঘটনার সকল বৃত্তান্ত চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ফরাসী লোকেরা অনায়াসেই তত্তাবৎ দর্শন করিয়া জাতীয় গৌরবের অহঙ্কার করিতে পারেন।

উপরিতল গৃহে চতুর্দ্দশ লুই, লুই ফিলিপ প্রথম নেপোলিয়ন প্রভৃতির রাজত্ব কালে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে সমুদয় বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত হইয়া আছে, তদ্ভিন্ন রাজাদের বৈঠকখানা, শয়নমন্দির, দরবার গৃহ প্রথম অবস্থায় যেরূপ সজ্জিত থাকিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, এখনও তদ্রূপ হইয়া রহিয়াছে। একবার নয় বারম্বার দেখিয়াও দর্শকদিগের নয়ন তৃপ্ত হয় না। যদিও তিন বৎসরের অধিক হইল, সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছি, তত্রাপি সে সকল দৃশ্য, বিশেষতঃ প্রথম নেপোলিয়নের বিবাহ-মণ্ডপ চিত্র প্রভৃতির শোভা এখনও বিশেষ রূপে মানস পটে প্রতিভাত আছে। ইয়ুরোপের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া বলিতে হয় ফরাসিদিগের চিত্রশালিকার মত মনোরম স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজ-উদ্যান—প্রাসাদের পশ্চাৎ দিকে একশত হইতেও অধিক প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান, তৎপরেই বাগান আরম্ভ হইয়াছে। এক স্থানে বহু যত্নে বার শতেরও অধিক লেবু বৃক্ষ রোপিত হইয়া আছে। একটী বৃক্ষ চারি শত বৎসরেরও অধিক সময় হইল জীবিত আছে। রাস্তা গুলি অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ, দুই দিকের বড় বড় বৃক্ষ পরস্পর উপর্য্যুপরি সংযোজিত হওয়াতে আকাশ আর দেখা যায় না। নীচে বেড়াইতে বেশ শীতল বোধ হয়। একটী বৃহৎ হ্রদ ও অনেক ফোয়ারা আছে। হ্রদে নেপচুন প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। সাধারণতঃ মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই সময় মধ্যে মাসের শেষ রবিবার ফোয়ারা সকলের খেলা হইয়া থাকে, জল চালাইতে প্রতিবার ৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। একেবারে উদ্যানের নানা দিক হইতে ফোয়ারা খেলিতে আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে একটি জায়গায় অনেক লোকের জনতা হয়, তথায় প্রায় ৫০টী ফোয়ারা আছে, একটির জল ৬০ হাত ঊর্দ্ধ উঠিয়া থাকে, ও একেবারে জল ফেলিতে থাকে। সহস্র

সহস্র লোক চতুর্দ্দিক হইতে এ স্থানে, এ উপলক্ষে আগমন করে। ২০ মিনিট পর্য্যন্ত একটী পুকুরের মধ্যভাগ ও চতুর্দ্দিক হইতে এক বড় ফোয়ারা খেলিতে থাকে। বাগানের মধ্যে কোথায়ও দুর্ব্বাদলরক্ষিত স্থান বা নানা রঙ্গের পুষ্প বাটিকা দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। আবার তথায় সৈনিক বাদ্যযন্ত্রের একতানও বাজিয়া থাকে। ফলতঃ একটী দিন ভেরসিলিসের উদ্যান হ্রদ ও পুষ্প-বাটিকা ভ্রমণ করিলেও মন বড়ই তৃপ্ত হয়। অনেক পাঠিকা বোধ হয় মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলীতে এ স্থানের সৌন্দর্য্যের বিষয় পাঠ করিয়াছেন। আমরা এক দিন তথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যা সময়ে নানা বাগানের ভিতর দিয়া পারিসে প্রত্যাগমন করি। আগষ্ট মাসে, পারিসের নিকটবর্ত্তী স্থান গুলি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে। একই সুন্দর বিধাতার কারুকার্য্য পৃথিবীর নানা স্থানকে শোভমান করিয়া তাঁহার মঙ্গল হস্তের পরিচয় দিতেছি! (ক্রমশঃ)

# নূতন সংবাদ।

১। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বঙ্গ-মহিলা সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত মহিলাগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা বসু ও গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপনে মহাত্মা লর্ড রিপণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য টাউনহলে যে বৃহৎ সভা হয়, তাহাতে ৬টী বঙ্গ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য ভাবে যোগ দিবার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা আশা করি এরূপ শুভ দৃষ্টান্তের আধিক্য হইবে। এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে আমাদিগের অনেক রমণীর হৃদয়ের যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই; মহারাণী স্বর্ণময়ী এক লিপি দ্বারা উক্ত সভা আহ্বানকারী ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে অবগত করেন যে ইহাতে উপস্থিত হইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কেবল দেশাচারের প্রতিবন্ধকতায় তাহা সফল করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

৩। বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পত্নী লেডী ফর্গুসনের মৃত্যুতে তত্রত্য হিন্দুরমণীগণ এক সভা করিয়া তদীয় কন্যা কুমারী ফর্গুসনকে এক শোক-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন অত্যন্ত আনন্দকর।

# বামাগণের রচনা।

## সংসার।*

আমি কখনও কোন সভায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি নাই; অদ্য এই প্রথম চেষ্টা। আমি নিশ্চয় জানি যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে কাহারও বিশেষ কিছু উপকার কিম্বা শ্রুতি-সুখ হইবে না। তবে যে আজ এই গুরুতর বিষয় লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম, ইহা কেবল এই সভার অনুমতিক্রমেই বলিতে হইবে। একে মনে ভাল ভাব নাই, তাহার উপর আবার ভাব প্রকাশ করিবার শক্তিও নাই, তাই আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আপনারা বিরক্ত না হইয়া আমাকে স্নেহ গুণে ও সরল মনে ক্ষমা করিবেন।

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সংসারে মানুষ প্রথমে সামাজিকতা শিক্ষা করে; আমরা সেই সামাজিক মনুষ্য এবং সংসারী। যদি সংসারী হইলাম, তবে সংসারসম্বন্ধে আমাদের কি কি জানা আবশ্যক এবং সংসার কি প্রকারে সুন্দর করা যায় এতৎবিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ভগ্নীগণ! আসুন আজ সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

সংসার অনিত্য, অসার, ও শোক দুঃখে পূর্ণ; যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই মায়া, এই মতটী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; এই মতের দ্বারা আমাদের দেশের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। একেত পরাধীনতা, তাহার উপর এই মত! আর কি মনুষ্যের উদ্যম উৎসাহ

* বঙ্গমহিলা-সমাজের ১৪ই ফাল্গুনের আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্তা গিরিজাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

এবং কার্য্যকারিতার শক্তি থাকিতে পারে ? এই জন্য আমাদের দেশের এত দুরবস্থা ! 'ধর্ম্ম করিতে গেলে সংসার ছাড়িতে হয় এবং সংসার করিতে হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়না, এই দেশের প্রচলিত মত। এখন আমরা এই সকল মতকে ভ্রম বলিয়া মনে করি, বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই বিশ্বাস করি যে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। সংসারে থাকিয়াই আমরা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং সৎকর্ম্মশীলা হইব।

সংসারে দয়া, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা এবং পবিত্রতা শিক্ষা করিতে হইবে। যতই এই সকল বিষয় আলোচনা করিব এবং জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিব, ততই ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিব। এইভাবে সংসারকে দেখিলে আমরা কত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারিব ! যে সংসারে রাগ নাই, প্রফুল্লতা আছে, হিংসা নাই সদ্ভাব আছে, মিথ্যাচরণ নাই সত্যনিষ্ঠা আছে, সেই সংসারই প্রকৃত সংসার; যে সংসারে সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞান ধর্ম্ম এবং মান সম্ভ্রম বর্ত্তমান, সেই সংসারই সুন্দর; পুণ্য পবিত্রতা সেই সংসারে বিরাজ করে। যত দিন না আমরা নিজের সংসারকে এইরূপ সুন্দর করিতে পারিব, তত দিন আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব না। সংসারী হইয়াও সকল সময় সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না। যদি নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া জীবনের প্রত্যেক ঘটনা স্মরণ করি, তাহাহইলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা কত সময় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া সংসার ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া থাকি। আমরা চিন্তাশূন্য ও কর্ত্তব্যভাবশূন্য হইয়া কি অনেক সময় সংসার কার্য্য করিয়া থাকি না ? "নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তা করিবে" এই উপদেশটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন পালনীয়, সংসার সম্বন্ধেও তেমনি। জীবনে যদি সংসার ধর্ম্ম রক্ষা করা চাই, তাহা হইলে আমাদের কতক গুলি সৎগুণ শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সৎগুণ গুলি কি, তাহা সকলেই জানেন ; কিন্তু কিরূপে শিক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা সকল সময় বুঝিতে পারিনা। দয়া ভক্তি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, এবং বিনয় প্রভৃতি কতক গুলি অতি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, এই গুলি আমরা আমাদের জীবনের মূলে গ্রথিত করিয়া লইতে পারিলে সংসার পথে চলিবার সময়

কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিতে পারে না, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তখন তাহাতেই সুফল লাভ করিতে পারিব।

তবে আসুন আর বিলম্ব না করিয়া আমরা সংসার মধ্যে যে সকল সৎগুণ চিরপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদ্বারা জীবন গঠন করিয়া সংসারকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করি! দেখিব ইহা কেমন সুখের স্থান, পবিত্র স্থান ও শান্তির স্থান! দুঃখী হই সংসারেই সুখ অন্বেষণ করিব, শান্তিবিহীন হই সংসারেই পুণ্যকামনা করিব এবং অহঙ্কারী হই সংসারে বিনয়ী হইব; এই সকল স্বর্গীয় জিনিস্‌গুলি যত্ন করিয়া জীবনে লাভ করিতে পারিলে আমাদের প্রত্যেক সংসার সুন্দর করিতে পারিব এবং সুখানুভব করিতে পারিব।

সংসার সুন্দর করিতে হইলে একদিকে যেমন কতক গুলি উৎকৃষ্ট গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে কতক গুলি কু-অভ্যাস দূর করা আবশ্যক। আমরা পরিশ্রমে বিমুখ অথবা আলস্যপ্রিয় হইলে এবং দিবসে নিদ্রা যাইতে অভ্যাস করিলে সংসারকে সুন্দর এবং জীবনকে ভাল করিতে পারিব না। যাহাতে পতি পুত্র কন্যা এবং পরিজনের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়, এবং সংসারের সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে মহিলা সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহার সংসার কখনই সুন্দর হইতে পারে না। সংসার সুন্দর করা অনেক পরিমাণে আমাদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। যে সংসারে দাস দাসীর উপর সকল কার্য্যের ভার; গৃহিণী অলস ও সুখ-প্রিয় হইয়া সময় অতিবাহিত করেন, সেই সংসারে চতুর্দ্দিকেই বিশৃঙ্খল ভাব দেখাযায়। সেই সংসারই সুন্দর যে সংসারে জিনিস পত্র সুব্যবস্থায় রক্ষিত হয়, যেখানে গৃহিণীর দৃষ্টি সকল সময় সংসারের সকল স্থানে থাকে, যেখানে সন্তানদিগের লালন পালনের ও শিক্ষার ভার গৃহিণী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। স্বামীর প্রতি, সন্তানদিগের প্রতি, গুরুজনদিগের প্রতি, এবং দাস দাসীর ও অভ্যাগত অতিথের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যে গৃহিণী নিয়ত রত থাকেন, তাঁহার সংসার সুন্দর হয়। আমরা সেই সংসার ও পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব।

সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব উত্তমরূপে রাখা আবশ্যক। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে সংসারে কোন প্রকার অনাটন উপস্থিত হয় না। সকলেরই ভাল খাইব, ভাল পরিব মনে হইতে পারে, কিন্তু আয়ের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ত্তব্যজ্ঞান চালনা করিয়া যদি সুব্যবস্থা মতে ব্যয় করা হয়, তাহাহইলে ভাল খাইলাম না, ভাল পরিলাম না বলিয়া মনে কষ্ট পাইতে হয় না, এইরূপ অনেক পরিবার অন্যায় ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন, এমন কি আজ গত হইলে কাল কি খাইবেন এমন সংস্থান নাই, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সময় আমাদের উপর এই সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কি বলিতে পারি যে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা? এইরূপ বলিতে পারিলে বড় সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে অবিবেচনার দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়। আমি এই বিষয় অধিক বলিতে চাই না; আমার এই মাত্র নিবেদন যেন এতৎ বিষয়ের উপর আমাদের সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়।

সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বকালের গৃহিণীদের এ বিষয়ে বিশেষ বহুদর্শিতা ছিল, এখনকার গৃহিণীদের এই বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য ভাব দৃষ্ট হয়। যাহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা সন্তানদিগের অল্প অসুখেই চিকিৎসকের প্রার্থী হন, আর যাহাদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁহারা সেইরূপ অসুখকে উপেক্ষা করেন এই দুয়ের ফলই মন্দ। এক দিকে অর্থ নষ্ট অপর দিকে রোগ বৃদ্ধি। তাহা প্রত্যেক সংসারে চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

এই প্রকারে সংসারে সমস্ত কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করিয়া লইতে পারিলে আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারিব। আমরা যেন উদ্দেশ্যবিহীন ও কর্ত্তব্য শূন্য হইয়া সংসার পথে ভ্রমণ না করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

---

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী বারে সমালোচনা করা যাইবেক।

হানিমানের জীবনচরিত। সরল প্রায়শ্চিত্ত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

# BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৭ সংখ্যা। } চৈত্র ১২৮৮—এপ্রেল ১৮৮২। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

এবৎসর পার্লেমেণ্টের নববর্ষ খুলিবার সময় মহারাণীর যে বক্তৃতা পঠিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী অংশ পাঠিকাগণের প্রীতিকর হইতে পারে :—

ওয়াল্‌ডেক এবং পিরমণ্টের রাজকন্যা হেলেনের সহিত আমার পুত্র আলবানীর ডিউক শ্রীমান্ লিওপোল্‌ডের বিবাহের অনুমোদন করিয়াছি।

সমুদায় বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত আমার আন্তরিক সদ্ভাব চলিতেছে।

ভারতবর্ষে সাধারণের হিতকর যে সকল পূর্ত্ত-কার্য্য স্থগিত ছিল, উত্তর পশ্চিম সীমাতে শান্তি স্থাপিত, আভ্যন্তরিক কুশল, প্রচুর শস্যোৎপত্তি এবং রাজস্বের উন্নতিহেতু সে সকল কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীদিগের অবস্থোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশের অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের উন্নতি এবং কৃষিকার্য্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের অবস্থা পুর্ব্বাপেক্ষা আশাজনক।

বিচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

---

ব্যাভেরিয়ার রাজা লুই হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহার কেহ ঠিকানা করিতে পারিতেছে না এবং তাঁহার বিরহে প্রজালোক অতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছে। কেহ বলে তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যপরিদর্শন করিতেছেন, কেহ বলে দুষ্টলোকে তাঁহাকে হরণ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। আজিকালি রাজগণের যেরূপ কুগ্রহ, তাহাতে অনিষ্টপাতেরই অধিক আশঙ্কা হয়।

---

বিদুষী রমাবাই বিধবা হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। বিদেশ স্থানে তাঁহার নিরাশ্রয় অবস্থা ভাবিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? এ সময় ইহাঁর প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করা বঙ্গবাসিনী-দিগের বিশেষ কর্ত্তব্য।

---

রুসিয়াতে স্ত্রীলোক ডাক্তারদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ৬২জন স্ত্রীডাক্তার রুসিয় রমণীগণকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। ৩০জন চাকরী স্বীকার করিয়াছেন, ৪০জন হসপিটালে কার্য্য করিতেছেন। ১৮৭৮ সালের সামরিক ব্যাপারে, চিকিৎসার্থ ২৫ জন স্ত্রী-ডাক্তার নিযুক্ত ছিলেন, সম্রাট তাঁহাদিগকে বিশেষ গৌরবসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশেও স্ত্রীচিকিৎসকদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে। গত ১০ বৎসরে ৮জন ফরাসী স্ত্রীলোক মেডিকাল ডিপ্লোমা পাইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অপর দেশীয়া আছেন। তথায় যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আগামী বর্ষে স্ত্রীডাক্তারগণ হাউস সার্জন হইবার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মান্দ্রাজে ৬জন স্ত্রীলোক ডাক্তারী শিখিতেছেন, বঙ্গীয় রমণীগণের জন্য ডাক্তারী শিক্ষার সুব্যবস্থা কবে হইবে? বোম্বাই হইতে একটী স্ত্রীলোক মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ভরতি হইয়াছেন, বঙ্গদেশ হইতে কাহারও তথায় যাওয়া কি সম্ভব নয়?

---

পাটনায় একটী বৃদ্ধলোক বাস করিতেছেন, তাঁহার বয়স ১২২ বৎসর। রাজা রামনারায়ণ যখন ইংরাজদিগকে পাটনাতে লইয়া যান, তিনি তখন তাহা দেখিয়াছেন। ইংরাজদিগের সহিত মোগলসম্রাটের যখন যুদ্ধ হয়, তখন তিনি ৯ বৎসরের বালক।

---

মৃত পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ করা ইংরাজদিগের প্রথানুসারে একটী মহাপাতক। এই প্রথা উন্মূলনের জন্য অনেক ইংরাজ চেষ্টা করিতেছেন, সাইক্স থরন্‌টন নামে এক সাহেব এই দলের প্রধান ছিলেন। তিনি এই উদ্দেশে প্রায় ১ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই ব্যক্তির মৃত্যুতে উক্তদলের উৎসাহ ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

---

গত ৭ই মার্চ্চ বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। লেডী রিপণ স্বহস্তে পারিতোষিক সকল বিতরণ করেন এবং চিফ জষ্টিস গার্থসাহেব একটী বক্তৃতা করেন। গার্থসাহেব বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছেন. যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলা যায়, তাহা দিন দিন উন্নতিশীল প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের সম্পর্কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পুরুষ শিক্ষকদিগের নিকট বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহাকে কোন দেশীয় সম্প্রদায় দুর্নীতির কারণ বলিয়াছেন, ইহাতে গার্থসাহেব অত্যন্ত পরিতাপ প্রকাশ করিলেন এবং তিনি বলিলেন ইংলণ্ড ও ইউরোপের কোন সভ্যসমাজ এ কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ইউরোপে অঙ্গনাগণকে পুরুষগণ কেবল যে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেন তাহা নহে,গানবাদ্য এবং নৃত্য পর্য্যন্ত শিখাইয়া থাকেন; ইহাতে তত্রত্য নারীগণের চরিত্রের হীনতা হয়, কেহ বলিতে পারেন না। তাঁহার মতে শিক্ষা দুর্নীতির কারণ নয়, মূর্খতাই তাহার কারণ। উচ্চশিক্ষা দ্বারা স্ত্রীজনোচিত গুণের খর্ব্বতা হয় এ কথারও তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া বেথুন স্কুলের অবলম্বিত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষ সমর্থন করেন। বেথুন স্কুলের বালিকারা মধ্যে মধ্যে যে বাদ্য বাদন ও ইংরাজী বাঙ্গালায় সঙ্গীত করেন, তাহা সভাস্থ সকলেরই পরম প্রীতিকর হইয়াছিল।

---

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ আমাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণী ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মহারাণী যখন রাজপথ দিয়া শকট যোগে যাইতেছিলেন, তখন রডারিক ম্যাকলিন নামে একজন স্কচ তাঁহাকে গুলি করে, সে গুলি তাঁহার শরীরকে স্পর্শ না করিয়া এক পাশ দিয়া চলিয়া যায়।

---

গত ১১ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Convocation) উপাধি বিতরণ সভা হয়, লর্ড রিপণ তাহাতে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রায় ১ঘণ্টা কাল ব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা এবং অন্যান্য অনেক সদ্বিষয়ের সমর্থন করেন। এই সভাতে কয়েকটি দেশীয় রমণীও উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড রিপণ বিজ্ঞানসভার গৃহের ভিত্তি পত্তন উপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতা করিয়া উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

---

গত ১৭ই মার্চ্চ হিন্দুস্কুল থিয়েটরে বঙ্গীয় ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুন্দর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি বিশদরূপে চিত্রিত এবং তাহার উন্নতির কতকগুলি বিশেষ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে।

---

## ভগিনী ডোরা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে ডোরার বিচিত্র ঘটনাময় জীবন কিছুকাল অতিবাহিত হইল। দুঃখীকে সান্ত্বনা প্রদান, রোগীকে শুশ্রূষা, কলহপরায়ণ দম্পতীর বিবাদের মীমাংসা, অনিচ্ছু শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ, পাপীর মনে অনুতাপানলের সৃষ্টি—ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে দেখিতে দেখিতে ডোরার মূল্যবান

জীবনের এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার দুর্দ্দমনীয় বসন্ত রোগে ওয়ালসাল নগর আকুল হইয়া উঠিল। নগরাধ্যক্ষগণ প্রমাদ ভাবিয়া নগরের প্রান্তদেশে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে নগরের মধ্যে পীড়া বহুল পরিমাণে সংক্রামিত না হইতে পারে, তদর্থে রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসালয়ে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই আসিল না। কে সেবা শুশ্রূষা করিবে, কে যত্ন করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নগরবাসিগণ নীরবে রোগযন্ত্রণায় স্ব স্ব গৃহে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কেহই চিকিৎসালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল না। অবশেষে এই শোচনীয় বার্ত্তা ভগিনী ডোরার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যক্ষদিগের নিকট নূতন চিকিৎসালয়ের ভার লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ওয়ালসালনগরবাসিগণ শুনিল তাহাদের ভগিনী বসন্ত চিকিৎসালয়ের ভার লইয়াছেন—একজনের মুখ হইতে আর এক জনের মুখে—তাহার মুখ হইতে তৃতীয় ব্যক্তির মুখে এইরূপে নগরময় এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হইল। বসন্ত রোগীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—শীঘ্রই শূন্য চিকিৎসালয় পরিপূর্ণ হইল—ডোরার হস্ত কার্য্যে পূর্ণ হইল। কিন্তু পূর্ব্বের চিকিৎসালয়ের কার্য্য কিরূপে চলিবে ভাবিয়া ডোরা ব্যাকুল হইলেন এবং সেই চিকিৎসালয়ের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার কয়েকজন ছাত্রীকে তাহার ভার দিলেন এবং নিজে যথাসম্ভব তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার পূর্ব্ব চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে পত্র লিখিতেন। সে পত্রগুলি গভীর ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাহার শিরোনামায় লেখা থাকিত 'আমার প্রিয় সন্তানগণ!'—সময় থাকিলে ডোরার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আপনাদের নিকট বিবৃত করিতে পারিতাম—কিন্তু সময়াভাবে সংক্ষেপে গুটীকতক ঘটনার কথা বলিয়া শেষ করিব।

ডোরার যত্নে বসন্তের প্রকোপ অল্প দিনের মধ্যেই হ্রাস হইয়া গেল। তখন তিনি পূর্ব্বতন চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পরিশ্রমকে তিনি কখন গুরুতর বলিয়া মনে করিতেন না—অনেক রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না—অনেক দিবস তাঁহার অর্দ্ধাহার মাত্র হইত। লোকে

আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "Oh I can sit up seven nights, if I get the eighth for rest" অর্থাৎ অষ্টম রজনীতে বিশ্রাম করিতে পাইলে সাত রাত্রির জাগরণে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। যদি কেবল শারীরিক সেবাতেই এই পরিশ্রম ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না, এই পরিশ্রমের ফলে নাস্তিক বিদ্রূপকারী ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া যাইত, এই পরিশ্রমের ফলে নরনারী বুঝিতে পারিয়াছিল ঈশ্বরপ্রেম জীবনের নিয়ন্তা হইলে, নর-জীবনের মাধুর্য্য কতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়—এই পরিশ্রমের ফলে পাপ পঙ্কে নিমগ্ন সমাজের পরিত্যক্ত হতভাগ্য বুঝিয়াছিল তাহার আত্মার মূল্য আছে, এবং শরীর অপেক্ষা এই আত্মাকে রক্ষা করা অধিক আবশ্যক। সমাজের লোক হৃদয়-দ্বার বদ্ধ করিয়া যাহার উন্নতির পথ চির দিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, সে হতাশ হইয়া 'ডুবিয়াছি ত ভাল করিয়া ডুবি' ভাবিয়া যখন পাপের আপাত-মধুর হলাহল পানে আত্মার স্বর্গীয় তৃষ্ণাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করে—তখন কোন্ মানুষ তাহার সহায় হয়? এইরূপ মনুষ্য পীড়িত হইয়া রোগ-শয্যায় শয়ান—গভীর রজনীতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া যখন শুনিল ডোরা তাহার আত্মার উন্নতির জন্য সকল জ্ঞান ও ধর্ম্মের আধার পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছে—তখন সে কেন না বিগলিত হইবে? কেবল চিকিৎসালয়ে এইরূপে আত্মার সুচিকিৎসার উপায় করিয়াই ডোরা নিরস্ত ছিলেন না। ওয়াল্‌সালের যে অংশে কুৎসিতস্বভাব নর নারীগণ পৈশাচিক ব্যাপারে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত, ডোরার চরণ সে দিকেই পরিচালিত হইত। রাত্রিকে আলোক মালায় দিনমান রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাপের দুর্গমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া যে সকল নর নারী তাহাদের প্রাণাধার পরমেশ্বরকে ভুলিয়াছিল—ডোরার মন তাহাদের জন্যই কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার প্রচার কার্য্যসম্বন্ধে দুটী একটী গল্প এখানে বলা যাইতে পারে। একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের পর ভগিনী ডোরা দুইজন ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত নগরের এক নির্জ্জন পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন কতক

গুলি পুরুষ ও রমণী একটী টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্টা, তাহারা কি করিতেছে ডোরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সেই গৃহের দ্বার অর্গল বদ্ধ ছিল, ডোরা করাঘাত করিয়া প্রবেশাধিকার চাহিলেন। গৃহের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল তুমি কে? ডোরা বলিলেন আমি তোমাদের ভগিনী, দ্বার খোল, তোমাদের সহিত কথা আছে। কতকগুলি কটূক্তি করিয়া প্রশ্নকারী দ্বার খুলিয়া দিল। ধর্ম্মাচার্যগণ কিছু দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন ডোরা প্রবেশ করিয়া সকলকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘তোমার দিন কেমন চলিতেছে?’ ‘তোমার হাতটা একবৎসর আগে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি?’ ‘আমাদের Mary কেমন আছে?’ ইত্যাদি চিরপরিচিতের প্রশ্ন করিয়া ডোরা বলিলেন—“এস একবার জগদীশ্বরের নাম করি।” ডোরার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এই সকল পুরুষ রমণীর অন্তর শুদ্ধ ও ভীত হইয়া গেল, এখন ডোরার পবিত্রতাপূর্ণ মুখমণ্ডলে প্রেমের হাস্য দেখিয়া সকলে চমকিয়া গেল। ডোরার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নতজানু হইয়া বসিল। তখন ডোরা এই সকল ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্য প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট কাতরোক্তিতে প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়কার দৃশ্য কি অপরূপ—স্বর্গ আর কোথায়?—পরের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে যখন সাধুপুরুষ দুঃখী সুখী, দরিদ্র ধনীর সাধারণ সখা পরমেশ্বরের নিকট নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হন, সেই দৃশ্যই স্বর্গের দৃশ্য। যে কটূক্তি করিয়াছিল, সেই পাষাণহৃদয় পুরুষও ঐই অপূর্ব্ব দৃশ্যে গলিয়া গেল, শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে সে আপন দুর্ব্যবহারের জন্য ভগিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইরূপে ডোরার নিশীথকালীন পরিশ্রমের ফলে প্রায় ত্রিশটী পতিতা রমণী প্রত্যহ একত্রিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ডোরার কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মনোযোগ কোন দিকেই ন্যূন দেখা যায় না। আবার গাড়োয়ানদের জন্য কিছু করা আবশ্যক মনে করিয়া ডোরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া একটী সভা করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সে সভার অধিবেশন হইত। এইরূপে কল্পনা করুন ডোরাকে প্রাতে ৯টার সময় চিকিৎসালয়ে গিয়া

রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত তথাকার কার্য্য দেখিতে হইত। তাহার পর ৯ টার সময় গাড়োয়ানদিগের সভা, তাহার পর দ্বিপ্রহরের সময় হতভাগিনী রমণীদিগের সভা। এ সকল সম্পন্ন করিয়া আহার বা বিশ্রামের সময় কোথায় থাকে? ডোরা তবুও কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখান নাই—কিন্তু ইহাতে তাঁহার সাজ্ঘাতিক পীড়ার সঞ্চার হইল। পীড়ার কথা ডোরা প্রথমতঃ কাহাকেও বলেন নাই, পীড়িত শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে ওয়াল্‌সাল নগরের পথেপথে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এক দিন এইরূপে ডোরা কোনও স্থানে গমন করিতেছিলেন এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ততা সহকারে বলিল "ভগিনি! শীঘ্র আসুন একটা মানুষ ভয়ানক আহত হইয়াছে—তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়াছে। যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল, ডোরা সেই ভয়ানক নরক-কুণ্ডের কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি একাকিনী নিশীথ সময়ে সেই স্থানে গমন করিতে মৃত্যুভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, কিন্তু সাহসে ভর করিয়া, ঈশ্বরের কার্য্য করিবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মাত্মার কি চরিত্রের মাধুর্য্য—সেই কোলাহলের মধ্যে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার জন্য পথ উন্মুক্ত হইল—তাঁহাকে স্থান দেখাইবার জন্য সকল মস্তকাবরণ উন্মোচিত হইল,—এবং আহত ব্যক্তির পার্শ্বে ডোরা উপবেশন করিলে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অনিমেষ লোচনে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

এইরূপে ডোরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাস্তার মলিন-দেহ শিশু যেমন ডোরার চুম্বন লাভ করিতে লাগিল, ধনীর পুত্রও তদ্রূপ আদরের সহিত চিকিৎসিত হইতে লাগিল। এক দিন একটী বালক শ্বাস প্রণালীর ব্রণ (অর্থাৎ Liptheria) রোগে আক্রান্ত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আনীত হয়। ডোরা যথারীতি তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, তাহার কণ্ঠ ছেদন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করাইতে লাগিলেন; এবং (আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি?) ব্রণমুখে মুখ দিয়া সেই পরের ছেলের কণ্ঠসঞ্চিত পুঁষ রক্ত চুষিয়া লইলেন। আপনার ছেলেকেই বা কে এমন করে? ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে

হইয়াছিল—অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি কণ্ঠ-বেদনায় শয্যাগত ছিলেন—যাহাহউক তিনি তাহাতে বিশেষ কাতর হন নাই।

অবশেষে ওয়াল্‌সালের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায় হইল—জগদীশ্বর ডোরাকে পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন—ডোরার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।

যে ডোরা রোগীর অবলম্বন ছিলেন, সহস্র নরনারী যাঁহার নিকট সান্ত্বনা পাইয়া শান্ত হইয়াছে, আজ তাঁহাকে সান্ত্বনা ভিখারী হইতে হইবে, আজ তাঁহাকে অবলম্বন অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত কোন বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। অবশেষে যখন রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল, তখন ওয়ালসালের লোক শত কাজ ফেলিয়া তাহাদের একমাত্র হিতৈষিণীর সেবার জন্য ছুটিল। পীড়ার অবস্থা কখন মন্দ কখন ভাল, এই ভাবে ডোরা প্রায় অর্দ্ধ বৎসর রোগ শয্যায় কাটাইলেন। শেষাবস্থায় তাঁহার মনের শান্তি বরং বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ এ ডিসেম্বর তারিখে ভগিনী ডোরা প্রশান্ত ভাবে প্রফুল্লমুখে অমরাধামে প্রস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর ডোরা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বদিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধিক বলিবার নাই—এই জলন্ত জীবনে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। পাঠক ভাই, পাঠিকা ভগিনী, বিলাসিতা ও আলস্য জীবনের অনেক সময় হরণ করিয়াছে—আর নয়! ধর্ম্মভাবকে জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া আসুন ডোরার পদচিহ্ন অনুসরণ করি। পাঠিকা ভগিনী, আপনার কার্য্যক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। আর কতকাল কল্পনার সাগরে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যহীন জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইবেন? উঠুন,—আসিয়া দেখুন আপনার ভাই বন্ধু, রমণীদিগকে অবহেলার পাত্রী করিয়া, সময়ের দোহাই দিয়া তাঁহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হইতে দিতেছেন না—বিশ্বস্রষ্টার ন্যায়-বিধানে রমণীর শক্তি পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। রমণীকে সৎকার্য্যে পরিচালিত করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিন,—ডোরার জীবন দেখিয়া অবনত মস্তকে রমণীর শক্তি সামর্থ্যের বিষয় সাক্ষ্য দিতে

আরম্ভ করুন—এবং যদি লজ্জিত না হন, তবে রমণী জীবন হইতে, হে পুরুষ, আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করুন।

## গৃহ-লক্ষ্মী।

( চতুর্থ পত্র )

বৃদ্ধোপসেবী, অল্পপ্রলাপী ও অদীর্ঘসূত্রী] গৃহীর শরীরে লক্ষ্মী নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। নানাবিধ রোগের মধ্যে অধুনাতন যুবক-গণের আর একটী নূতন রোগ দেখিতে পাওয়া যায় :—বৃদ্ধের সেবা অর্থাৎ বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, তাঁহারা বৃদ্ধ দেখিলেই চটিয়া যান, 'ওল্ড্ ফুল' বলিয়া বৃদ্ধকে অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা জানেন না যে, বৃদ্ধগণকে সংসারের কুটিল পথে ভ্রমণ করিবার জন্য সময় যে শিক্ষা দান করিয়াছে, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যাবলীতে তাহা অধ্যয়ন করেন নাই; যেমন মনুষ্যের উন্নতি লতিকার অগণ্য শাখা প্রশাখা পরলোকের সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, সেইরূপ তাহার অনন্ত মূল পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তরুর মূল কর্ত্তন করিয়া তাহাতে ফল ফুলের প্রত্যাশা করা যেমন অসঙ্গত, মনুষ্যের স্বীয় স্বল্পায়ুর উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করাও তদ্রূপ। একখানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া যে ফল পাও নাই, বৃদ্ধের একটী জীবন্ত শিক্ষায় তাহা পাইবে। বোধ হয় এই জন্যই 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' এই বচনের সৃষ্টি হইয়াছে এবং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বৃদ্ধ পরম্পরার নিকট হইতে অভিজ্ঞতার ফল বুঝিয়া লইতে তরুণ সম্প্রদায়কে আদেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বকিতে পারে, পরের বকানিও তেমনিই শুনিতে পারে। কেহ আপনার পাঁচ কথা পরকে শুনাইতে মহাব্যগ্র; কিন্তু পরের একটী কথাও শুনিতে ভাল বাসে না। ইহাদের কেহই ভাল নহে। বকাকে সকলে ঘৃণা করে। এই জন্য লক্ষ্মী সকলকে মিতবাক্ হইতে আদেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মী অল্পপ্রলাপীকে ভাল বাসেন এবং বকাকে দেখিতে পারেন না কেন, আমি ত এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে

পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বকা বড় লক্ষ্মীছাড়া। আমাদের একটী গল্প শুনা আছে। একজন ঘরে চাউল নাই শুনিয়া বাজারে বহির্গত হন, পথে বকামি শুনিবার একজন লোক পাইয়া তাহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দেন। গল্প জমিয়া গেল, ঘরের কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে গৃহিণী উনান জ্বালিয়া হাঁড়ী ধৌত করিতে লাগিলেন, চাউল আসিলেই পাক করিবেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, বালক বালিকারা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল; কিন্তু গৃহীর কোন সন্ধান নাই। গৃহিণী আর সহ্য করিতে না পারিয়া উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। উনানের উপর হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া রন্ধনশালা ত্যাগ পূর্ব্বক সন্তানগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গৃহী অপরাহ্ণ সময়ে বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহিণীর নিকট যাইবামাত্র তিনিও দুই চারিটী মিষ্ট বাক্য শুনাইয়া দিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ, তিনি যাঁহার নিকট গল্প করিতেছিলেন, তিনি অনেক ক্ষণ গল্প শুনিয়া শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের বকেশ্বর তাঁহাকে বিরক্ত হইতে ও তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরেন। শ্রবণকারী অগত্যা তাঁহার গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিলেন, এই চড় খাইয়াই বিষণ্ণ বদনে বাড়ী আসিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "তোমার দশা দেখিয়া মনে হয়, ঘরে আগুন দিয়া প্রস্থান করি।" এরূপ ঘটনার সংখ্যা অল্প হইলেও কোনরূপ বাচালতা যে লক্ষ্মীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মীঠাকুরাণী পুরুষের আর একটী দোষ সাংঘাতিক মনে করেন—দীর্ঘসূত্রিতা। এক ঘণ্টার কাজে তিন ঘণ্টা লাগান দীর্ঘসূত্রীর লক্ষণ। সকল কাজ সত্বর সম্পন্ন করিতে পারা যেমন পুরুষের প্রশংসনীয় গুণ, পনর মাসে বৎসর গণনা করাও সেইরূপ নিন্দনীয়। নিন্দনীয় গুণবিশিষ্ট পুরুষের সমল হৃদয়ে কখন অমল কমলবাসিনী কমলার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। লক্ষ্মী লঘুহস্ততা গুণের এতই পক্ষপাতিনী যে, ঐ গুণের প্রাচুর্য্য দেখিলে জাতি বিচার করেন না; ভূ স্বর্গ ভারতের আর্য্য উপাসকগণে বীতস্নেহ হইয়া আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছের সহবাসিনী হইয়াছেন। যাঁহাদের মোক্ষমুলার ভট্টাচার্য্যের ভাষা-তত্ব জানা আছে, তাঁহারা বলিয়া উঠিবেন, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের

জাতি,—ভিন্ন জাতি নহে। ভিন্ন জাতি না হইল, জ্ঞাতি ত বটে। কিন্তু জ্ঞাতির উন্নতি দেখিলে জ্ঞাতি কি স্থির থাকিতে পারে? আমরা যাহাই বলি, আজি কালি ইংরাজেরাই লক্ষ্মীর প্রধান উপাস্যক। আমরা শুনিয়াছি, একজন ইংরেজের গৃহ দ্বারে "শীঘ্র সারিয়া লও" এই বাক্যটী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। ইংরেজেরা যে দীর্ঘসূত্রী নহেন, ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয় যাইতেছে। লক্ষ্মী হিন্দু জাতির কেনা নহেন, যে জাতি লক্ষ্মীর উপদেশে চলিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করেন, তাঁহারা যে লক্ষ্মীবন্ত হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যদি কেহ এরূপ গৃহীর গৃহিণী হইয়া থাকেন, যিনি বৃদ্ধ গুরুজনের উপদেশ শুনেন না, বকামি করিতে পাইলে সকল কাজ ভুলিয়া যান, এবং সকল মৃত্তিকা দলন করিয়া গমন করেন, তিনি তাঁহাকে শুধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। স্বামীর দোষ সংশোধনের জন্য রমণীগণকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কেবল ঐ সকল দোষে একটু অসন্তোষ ও অননুমোদন প্রকাশ করিলেই হয়।

অন্ধকারে শয়ন ও রাত্রিবাস দিবাভাগে ধারণ করিলে এবং কুবেশ, মলিন বসন ও শুষ্ক অন্ন ব্যঞ্জন ত্যাগ না করিলে, লক্ষ্মী তাহার ঘরে থাকেন না। রাত্রিবাস, কুবেশ, মলিন বসন, শুষ্ক ভোজ্য, চেষ্টা করিলে, এ সকলই ত্যাগ করা যাইতে পারে। শয়নগৃহে প্রদীপ জ্বালিলে যাঁহাদের নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের উপায় কি হইবে? অন্ধকার গৃহে সুপ্তোত্থিতের পক্ষে সামান্য বিপদের পরিণামও ভয়ঙ্কর হইতে পারে। বোধ হয়, এই জন্যই মানব-হিতৈষিণী নারায়ণী শয়ন-গৃহে আলোক রাখিবার আদেশ করিয়াছেন। আলোকে যাঁহাদের নিদ্রা হয় না, তাঁহাদের একটী উপায় আছে। তাঁহারা কোনরূপে একটা বিলাতী দেসলাইয়ের বাক্স লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করুন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই উক্ত আদেশ প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাইতে হইবে যে, "আমরা বিলাতী দেসলাইয়ের সহিত পরিচয় অবধি উহার বাক্স প্রতি রজনীতে খাটতলে রাখিয়া আসিতেছি এবং যাবজ্জীবন ইহার অন্যথা করিব না।"

যিনি মাংস ও দাউলে ঘৃত না দিয়া আহার করেন এবং স্ত্রীগণের

নগ্নাবস্থা দর্শন করেন, তিনি স্বয়ং ইন্দ্র হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যান। হিন্দু সমাজে এ ব্যবস্থা এক প্রকার প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ঐ ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করিলে যখন দেবরাজের অধঃপাতে যাইবার কথা; তখন মানুষেরা কখনই উহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু বিজাতীয় নব্য বৈজ্ঞানিকেরা এতদিনের পর আমাদিগকে ঘৃতশূন্য শল্য বা সিদ্ধ মাংস খাওয়াইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। যাঁহাদিগের দেব দেবীর অপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা অধিক, তাঁহারা শল্য সিদ্ধ বা টোষ্ট মাংস খাইয়া বলুন, "বেশ খাইলাম, এরূপ মাংস ভোজনে উপকার আছে।" কিন্তু আমরা সুস্থাবস্থায় বিস্বাদ, পোড়া বা ভাজা মাংস খাইয়া উক্তরূপ উপকারের প্রত্যাশা রাখি না। আমাদের মীমাংসা অন্যরূপ :—পীড়ার সময় উপকারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে ঘৃত মসলাশূন্য মাংসের ছাই ভস্ম খাও, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু অন্য সময়ে লক্ষ্মীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পশুবৎ পশুমাংস আহার করিবে না। স্ত্রী লোকের নগ্নাবস্থা দর্শন করিলে লক্ষ্মীর যখন রাগ হয়, তখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধন এবং বিলাতী নৃত্যস্থলে অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় অঙ্গনাকে লইয়া আমোদ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করা কি নিতান্ত বিধেয় নহে? অনুপদিষ্ট, পরদার রত, আচারভ্রষ্ট, পরসেবক, নিন্দুক, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক পুরুষকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া থাকেন। এ অনুপদিষ্টের অর্থ যিনি মন্ত্রোপদিষ্ট নহেন। অধুনাতন হিন্দুগুরুগণের বিদ্যা বুদ্ধি স্বভাব চরিত্র দেখিলে আর গুরু কাড়িতে কাহার ইচ্ছা হয়? যাঁহাদিগের চরিত্র দ্বারা মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়, তাদৃশ মহাজনদিগের উপদেশ ও দৃষ্টান্তই যথার্থ মন্ত্রের কার্য্য করে। সেই মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া জীবনপথে অগ্রসর হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। পর স্ত্রীর প্রতি যাহার কুদৃষ্টি, লক্ষ্মীর কোপ তাহার প্রতি হইবে না ত আর কাহার প্রতি হইবে? আচারভ্রষ্ট নিন্দুক, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিককে লক্ষ্মী দেবী ত্যাগ করুন বা যে ব্যক্তি ঐ সকল দোষ সংশোধন করিবে, তাহার ঘরে পরম সুখে বাস করুন, ইহার কিছুতেই আমাদের বিশেষ কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁহার একটি অতিশয় নিষ্ঠুর আদেশ দেখা যাইতেছে; তাহার

উপায় কি হইবে? তিনি বলিতেছেন, পরসেবক হইলে তিনি আমাদের ঘরে থাকিবেন না। একি সর্ব্বনাশ! পরসেবা ভিন্ন যাহাদের অন্য গতি নাই,—পরসেবাই যাহাদের জীবিকা,—তাহাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর আদেশ করিলে চলিবে কেন? অথবা তিনি নরকুল-হিতৈষিণী পালনী শক্তি! আমাদের প্রতি তাঁহার আদেশ নিষ্ঠুর হইতে পারে না। তাঁহার এই নিষ্ঠুরবৎ প্রতীয়মান আদেশ আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ভিত্তিভূমি। এই দৈববাণীতে সম্যক্ আস্থা না থাকাতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা। বহুকাল হইতে পরসেবা রূপ হীন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় মন সঙ্কীর্ণ ও জীবন নিস্তেজ হইয়াছে। এখন পরসেবা ত্যাগের প্রস্তাব শুনিলেই চমকিয়া উঠি। মনুষ্য সমাজের পুষ্টি সহকারে কতকগুলি লোককে পরসেবায় নিযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে সত্য বটে; কিন্তু বিধাতা যাহাদের অদৃষ্টে পরসেবা লিখেন নাই, তাঁহারা সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মীর আদেশ লঙ্ঘন ও বিধির লিপি ব্যর্থ করিবার জন্য ব্যগ্র কেন? সেবাবৃত্তি ব্যতীত বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া লোকে লক্ষ্মীর প্রীতি-ভাজন হইতেছে, ইহার সহস্র দৃষ্টান্ত যখন চতুঃপার্শ্বে দেখিতেছ, তখন দৈববাণীতে প্রত্যয় হয় না কেন?

(ক্রমশঃ।)

---

## অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ।

তোমরা কেহ বলিতে পার আমি সে দিন বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিলাম? আমি ভাবিতেছিলাম অখিল সংসার বিষাদময়। আমরা যাহা কিছু ভাবি, যাহা কিছু করি, যাহা কিছু দেখি, তৎসমস্তেই বিষাদের তরঙ্গ প্রচ্ছন্নভাবে বহিতেছে। ঐ যে বকুল গাছটী দেখিতেছ, যাহার মধুর-দর্শন পাতাগুলি তোমার চক্ষে স্নেহ-রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি তোমার দর্শনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতেছে, উহার ঐ শ্যামল পত্রে, সুন্দর ফুলেও বিষণ্ণতার ঢেউ খেলিতেছে। কালে ঐ পাতা শুকাইবে, ঐ ফুল মলিনবেশ ধারণ করিবে; এক সময়ে

উহারা আর তোমার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবে না, এক সময়ে তুমি আর উহাদিগকে প্রফুল্ল অন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাণভরে বলিতে পারিবে না “আহা কি মধুর দৃশ্য !” যখন উহাদের মনোমদ রূপ ও গন্ধ থাকে, তখনই দেখিবে উহারা আনন্দে আনন্দ মিশাইয়া ধনিগৃহে, দরিদ্র-কুটীরে, উৎসবালয়ে, রাজপন্থায় অজস্রধারে আনন্দ বর্ষিয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যখন উহাদের সেই রূপ, সেই গন্ধ অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে, তখন তুমি আবার উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ও নূতন পুষ্পের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে। আর যদি ভাবুক হও, যদি কোন দিন পরের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, পরের দুঃখ, পরের বেদনা, পরের বিষণ্ণতা সহ হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দন করিতে শিখিয়া থাক; যদি কোন দিন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তিন সময়ের তিন অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া আপন মনের আপন ভাবে আপনি ডুবিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে আর উহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না ; তাহাহইলেই উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া অন্তরের নিভৃতস্থল হইতে বলিয়া উঠিবে “পৃথিবী বিষাদময় !”

কার্য্যতঃও পৃথিবী বিষাদময়। প্রস্তাবনার শিরোদেশে যে নামদ্বয় দেখিতেছ, উহারা প্রত্যেকে এক একটী বিষাদ-স্তম্ভ। ইহাদিগের অতীত কালের ও বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ একবার পাঠ করিয়া দেখ, পরন্তু ইহাদের বর্ত্তমান দৃশ্য কল্পনার আয়াস-সাধ্য পুরাকালের সেই দৃশ্যের সহিত একবার তুলনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত উহাদের অবস্থার কতদূর বৈষম্য ঘটিয়াছে।

যে অযোধ্যা এক দিন ভারতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যথায় সূর্য্যবংশীয়গণের লীলাস্থান, যাহার নাম আজও ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতি গৃহে, প্রতি জনপদে বিরাজ করিতেছে, আজ আমরা বিষণ্ণ অন্তরে, সংক্ষেপতঃ সেই স্থানের কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

পুরাকালে অযোধ্যা কিরূপ ছিল, অনুমান চক্ষে তাহা সকলেই একবার দেখিয়া লইয়াছ। আজ কাল অযোধ্যা একটী ছোট নগরী। উহাতে তুমি জলের কল, গ্যাসের আলো, ট্রামওয়ে, বৈদ্যুতিক আলো কিছুই দেখিতে পাইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আংশিক বিস্তার মাত্র

উহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং যাহারা জাঁকজমকপ্রিয়, তাঁহাদিগের নিকট ঐ স্থান সুখ-দর্শন হইবে না।

অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্রই প্রথমতঃ একটী দৃশ্য অন্তরে সহসা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়—এ দৃশ্য হনুসৈন্যের অথবা একজাতীয় বানরের। মানুষেরা যেমন রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, ইহারাও তদ্রূপ সকল সময়ে নির্ভীক অন্তরে মানুষের সহিত একভাবে রাস্তা দিয়া চলিয়া বেড়ায়। ঐ স্থানের হিন্দুগণ দেবতা জ্ঞানে হনুমানের এবং হনুসৈন্যের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, ইহাদিগের পূজার নাম "মহাবীর পূজা।" ইহাদিগের উপর কোন হিন্দুই কোন প্রকার উপদ্রব করেন না। সহসা দেখিলে বোধ হয় ইহারা একদলস্থ, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। যদি কোন ব্যক্তি কোন খাদ্য দ্রব্য এক স্থানে রাখিয়া যায়, উভয় দলের বানরেরাই উহা গ্রহণ করিতে আসিবে; যে অগ্রে গ্রহণ করিতে পারিল, সে নির্ব্বিঘ্নে উহা লইয়া প্রস্থান করিতে পারিলে আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু যদি প্রতিদ্বন্দ্বী বানর উহা লইবার জন্য কোন প্রকার উৎপীড়ন করে তাহা হইলে ক্রমে উভয় দলের সকলে একত্র হইয়া তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত করে। সময়ে সময়ে ইহাদের যুদ্ধ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কিন্তু এরূপ যুদ্ধ অতি বিরল। ইহারা মানুষের বড় অপকারী। কেহ কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার সময় যদি বস্ত্র খণ্ডে অথবা অন্য কোন আবরণে তাহা আবৃত না করে, ইহারা চুপে চুপে যাইয়া, কোন প্রকারে ছলে বলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া চলিয়া আইসে। সময়ে সময়ে ইহারা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্য যাহা যেখানে পায়, লইয়া আনন্দচিত্তে প্রস্থান করে। সুতরাং, প্রায় সকলের বাড়ীতেই জানালা প্রভৃতির উপর কোন প্রকার আবরণ থাকে। ইহারা যখন ছোট ছোট বড় বড় সকলে রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়, তখন বড় সুন্দর দেখায়।

নগরীতে এতদ্ভিন্ন আরও এক উৎপাত আছে। এ উৎপাতের কারণ পাণ্ডাশ্রেণী। কালীঘাটে যেমন পাণ্ডাগণ ফুলচন্দন লইয়া সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, অযোধ্যাতেও ঠিক সেইরূপ। কোনও মন্দির হইতে

বাহির হইলেই ২০।৩০ জন স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় পাণ্ডা "রাম সীতা রাম" ধ্বনি করিতে করিতে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

কত শত বৎসর গত হইল শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার নাম ভারতের নানা স্থানে নানা ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য কি? কোন্ রাজা রাজত্ব করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন? অযোধ্যার কথা রাখিয়া দাও, ভারতের যে স্থানে যাও, সেই স্থানেই দেখিতে পাইবে কত শত লোকের অন্তরে শ্রীরামের জীবন্ত মূর্ত্তি এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রজাবর্গের ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তিই যে ইহার কারণ, বোধ হয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আজও অযোধ্যাবাসীগণ এই অনুরাগ ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। নগরীর যে অংশের যে গৃহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, প্রায় সেই সমস্ত গৃহের দ্বারেই দেখিতে পাইবে চন্দনাক্ষরে স্পষ্টতঃ লেখা রহিয়াছে "রাম সীতারাম, জয় সীতারাম।" এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই রাম-সীতার এক এক খানা প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; এদৃশ্য অতীব সুন্দর।

অযোধ্যা নগরীতে প্রধান দৃশ্য হনুমান গড়। বহির্দ্দিকে ইহাতে কোন কারু কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে অযোধ্যাতে যত বার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক যুদ্ধেই হনুমান গড় হিন্দুদিগের আশ্রয় স্থান ছিল। এ গড় অনেকবার আক্রান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার সুগঠিত আকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গড়ে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র পথ, সেই পথ বন্ধ করিয়া দিলে প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথ নাই। দুর্গের উপরে চারিকোণে চারিটী তোপ রাখিবার স্থান আছে, ভিতর হইতে বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রাচীরে শত শত ছিদ্র আছে। ইহার অভ্যন্তরীণ ভাগও দেখিতে বড় সুন্দর নয়। দ্বিতলের উপর চারিদিকে পাণ্ডাদিগের থাকিবার গৃহ আছে এবং ইহাদেরই মধ্যেই মন্দিরে হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতিদিন ইহার পূজাবিধি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যখন কোন রাজা অথবা ধনী লোক তীর্থ দর্শনে আসেন, তাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অথবা

পূজার উপঢৌকন স্বরূপ অনেক সময় বহুল অর্থ দান করিয়া যান। এতদ্-ভিন্ন সামান্য তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতেও অনেক টাকা সংগ্রহ হইয়া থাকে। এই সমস্ত টাকা পূজা কার্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাহার্থ যে ধনাগার নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে জমা হইয়া থাকে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়িত হয়। এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতি বৎসর এক এক জন নূতন মোহন্ত নিযুক্ত হয়। হনুমান গড়ে যে সমস্ত শিষ্য থাকে, তাহাদের মধ্য হইতেই পবিত্রচিত্ত পণ্ডিত ও ধীরপ্রকৃতির কোন লোক মোহন্ত নির্ব্বাচিত হয়, বাহিরের লোকের মোহন্ত হইবার অধিকার নাই। প্রতিদিন এই গড়ে অনূ্যন দুইশত লোকের আহারাদি হইয়া থাকে; ইহাদের সমস্ত খরচ উল্লিখিত ধনাগার হইতে সম্পন্ন হয়। একটী পুরোহিত সর্ব্বদা হনুমানের প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিয়া দর্শকগণকে মাল্য চন্দন ও দেবপ্রসাদ প্রদান করে। বিদেশী বলিয়া আমার ভাগ্যে ঐ সমস্ত একটু অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। গড়ে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারদেশে পাদুকা রাখিয়া যাইতে হয়। প্রবেশ মাত্রেই পুষ্প ও চন্দনের গন্ধে সকলের মন আমোদিত হয়। আমার পৌত্তলিক দেব দেবীতে বিশেষ কোন বিশ্বাস আছে কিনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু যখন ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখনি আমার মন প্রফুল্ল হইল। না জানি কোথা হইতে আপনা আপনি ভক্তি আসিয়া অন্তরে প্রবেশ লাভ করিল এবং ইচ্ছা হইল ঐ স্থানে বসিয়া বসিয়া মনের আনন্দে একবার হনুমানের গুণগান করিয়া লই।

দ্বিতীয়তঃ মানমন্দির। এই মন্দির মহারাজা মানসিংহ স্থাপিত। এই মন্দিরের প্রস্তরোপরি কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহার চতুষ্কোণস্থ প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব গণেশের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাদিগের মধ্যস্থলে শিবমন্দির। মহাবীর পূজার ন্যায় এই শিবের পূজাও সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মহারাজা মানসিংহ কেবল এই একটী মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন এমন নয়—তিনি অনেক মন্দির, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অধিরোহিণী ও সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত চতুষ্পাঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহার উত্তরাধিকারী রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইনি একজন সামান্য জমীদার। ইংরাজ

বাহাদুরের প্রতাপে ইহাকে মানমন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ফটোগ্রাফ রূপে বর্ত্তমান দেখিয়া আসিলাম।

তৃতীয়তঃ স্বর্গদ্বার ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন ঘাট। এই সমস্ত ঘাট বড় বড় প্রস্তর খণ্ড নির্ম্মিত। ইহাদিগের উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোকের স্নানের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত স্নানাগার আছে। গ্রীষ্মের সময় অনেকে আসিয়া এই সকল ঘাটে শয়ন করিয়া যথাসুখে নিদ্রা যায়। এই ঘাট-ত্রয়ের পৌরাণিক বৃত্তান্ত সকলেরই জ্ঞাত আছে, সুতরাং এস্থলে আর উল্লেখ করিলাম না। শ্রীরামের দাঁতন ঘাট নামে আর একটী ছোট ঘাট আছে; কিন্তু সেটী নদীর তীরস্থ ঘাট নয়। হনুমান গড়ের সমীপে একটী ছোট পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থানই ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট দ্বারা বাঁধান আছে, ইহাকে দাতন ঘাট বলে। ইহার জল অতিশয় নির্ম্মল। পূর্ব্বোক্ত ঘাট গুলির ন্যায় এটীও একটী তীর্থ স্থান।

চতুর্থতঃ দশরথ-মন্দির ও কৈকেয়ী-মন্দির। এই উভয় মন্দির পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থিত। শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনায় কৃতসঙ্কল্পা কৈকেয়ী যে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন সে মন্দিরের ভিত্তি-স্থানে যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই এইস্থানে কৈকেয়ী-মন্দির নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বার প্রায় সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে রীতিমত দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। (ক্রমশঃ)

---

## রুসিয়দিগের দেশ-হিতৈষণা।

রুসিয়া একটী অসভ্য ও সামান্য দেশ ছিল, কিন্তু আজি কালি যে ইহা একটী প্রধান সাম্রাজ্য হইয়া সভ্যতম দেশ সকলের সমকক্ষ হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল দেশবাসীদিগের স্বদেশ—হিতৈষিতা। এই স্বদেশ হিতৈষিতা দ্বারা ইহারা ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতা শাসনকে খর্ব্ব করিয়া সাধারণের অবস্থোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে 'নিহিলিষ্ট' নামে এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা যদিও উন্মত্ত ও বিকৃতচিত্ত

হইয়া একবালে রাজশক্তিকে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কিন্তু স্বদেশ-হিতৈষিতা তাহাদিগেরও চেষ্টার মূল। যাহাহউক মহাবীর নেপোলিয়ন যখন তাঁহার দাপে সমগ্র ইউরোপকে কম্পান্বিত ও তত্রত্য প্রবল রাজাদিগকে পদানত করেন, সেই ঘটনাপূর্ণ সময়ে রুশিয়গণ যেরূপে আত্মরক্ষা করিয়া গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীকে ঘোর বিপন্ন ও সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পত্রে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। আমরা এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ উল্লেখ করিতেছি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান জেনার ক্ষেত্রে প্রুসিয়াকে পাদ-দলিত করিয়া অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রুসিয়া আক্রমণে ধাবমান হন। এই সৈন্য সকলের মধ্যে অজেয় অমর নামধারী বহু বীরপুরুষ ছিলেন, এবং কর স্পর্শ মাত্রেই যে রুসিয়াকে করলিত করিতে পারিবেন, তাহাতে নেপোলিয়ানের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু স্বদেশ রক্ষার্থ রুসিয়ার রাজপুরুষগণ হইতে সামান্য কৃষিজীবী পর্য্যন্ত সকলে বদ্ধ-পরিকর হইল, রমণীগণও এ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। কার্থেজীয় নারীদিগের বিষয়ে বর্ণনা আছে যে যখন যুদ্ধাস্ত্র সকল নিঃশেষিত হইল, তাহারা আপনাদিগের চুল কাটিয়া ধনু, এবং অলঙ্কার গলাইয়া বাণ, প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। রুসিয়ার নারীগণও যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশোদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নেপোলিয়ন রুসিয় সম্রাটের ভগিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখন তিনিই আপনার ব্যয়ে এক বৃহৎ সৈন্যদল রাখিবার উদ্যোগ করিলেন। রুসিয়ার প্রত্যেক অংশ হইতে লোক প্রভৃতি যত আবশ্যক তত সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য দেশবাসীগণ সম্রাটের নিকট আবেদন করিল এবং তাঁহাকে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। মস্কাউ তৎকালে রাজধানী, ইহার অধিবাসীগণ ৮০০০০ সৈন্য সংগ্রহের ভার লইল। বৃদ্ধ সেনাপতি প্লেটফ ইতিপূর্ব্বে স্বদেশ রক্ষার্থে অনেকবার শরীরের রক্তপাত করিয়াছিলেন, এখন তিনি অঙ্গীকার করিলেন, আক্রমণকারীকে যে ব্যক্তি বধ করিতে পারিবে, তিনি তাহাকে ২লক্ষ(রোবল)মুদ্রা এবং আপনার এক কন্যাদান করিবেন। ধনাঢ্যের সন্তানগণ নিজ ব্যয়ে সৈন্য সকল প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে

অধ্যক্ষতার ভার দিয়া আপনারা নিম্নতর পদে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। কৃষকেরাও নানাদিক হইতে দলে দলে আসিয়া সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে লাগিল। পেনিনসুলার যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়বার্ত্তা তাহাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহারা বার বার বলিতে লাগিল "কি, ক্ষুদ্র পর্টুগাল দেশ ইংলণ্ডের সাহায্য লইয়া ফরাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিল, আর রুসিয়া ফরাসী রক্তে আয়ল ও ফিডলণ্ড রণক্ষেত্রশায়ী স্বদেশবাসী গণের তর্পণ করিবে না?" এই সময় একটী কার্য্যে রুসীয়গণ তাহাদিগের সমধিক ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়াছিল। রিগানগর শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়। রুসিয়েরা ফিনলাণ্ড হইতে ১৫০০০ সৈন্য রিগার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিল এবং ছয় দিনের মধ্যে ১০০ কামান পূর্ণ রণতরী নির্ম্মাণ ও সুসজ্জাপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত করিল।

মস্কাউ নগর দাহ ইতিহাসে একটী অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা। এই সঙ্কট সময়ে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ও অধিবাসীগণ যে প্রকার স্থির প্রতিজ্ঞা ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় দান করিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্তও দুর্ঘট। ফরাসীগণ যখন রক্তলোলুপ শার্দ্দূল দলের ন্যায় রাজধানীর উপর পতিত হইবার উপক্রম করিল, রুসিয়েরা নিজেই নগরে আগুণ ধরাইয়া দিল এবং আপনাদিগের সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। শত্রুগণ মাথা রাখিবার একটু স্থান না পায় এবং আহার করিবার কিছুমাত্র দ্রব্য লাভ করিতে না পারে, এইজন্য তাহারা সকল স্বার্থ ও সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিল। সেনাপতি রষ্টপচিন সেনাদল সমভিব্যাহারে শত্রুর হাত এড়াইবার জন্য প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মস্কাউয়ের অনতিদূরে তাঁহার পল্লীভবন একমাত্র আশ্রয় স্থান ছিল, কিন্তু ফরাসীদিগের আগমন দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং শত্রুগণকে এই পত্র খানি লিখিয়া গেলেনঃ—

"আমি ৮ বৎসর ধরিয়া আমার পল্লীভবন সুসজ্জিত করিয়াছি এবং পরিবার মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ইহার মধ্যে সুখে বাস করিয়াছি। তোমাদের আগমনে ইহার অধিবাসী ১৭২০ ব্যক্তি আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিল এবং আমি স্বহস্তে আপনার গৃহ দগ্ধ করিলাম, যেন তোমাদের

পাপ সংস্পর্শে ইহা অপবিত্র না হয়। ফরাসীগণ! আমার দুইটী মস্কাউ প্রাসাদের মূল্য ৫ লক্ষ (রোবল) মুদ্রা, তাহা তোমাদিগের জন্য ছাড়িয়া আসিয়াছি, এখানে কেবল ছাই দেখিতে পাইবে।

কাউণ্ট টেজর রষ্টপচিন।"

সেনাপতির সাধু দৃষ্টান্তে নিকটস্থ চাষাগণ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহারা আটি আটি করিয়া কাষ্ঠ আপনাদিগের গৃহের চতুর্দ্দিকে রাখিয়াছিল, শত্রুগণের আগমনে তাহা জ্বালিয়া স্বস্ব গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। বোনাপার্ট যখন দেখিলেন বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া সৈন্যদিগের বাসের সুবিধা করিতে পারিতেছেন না, তখন অর্থ দানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু রুসিয়েরা অটল! কোন কোন স্থানে দেশবাসীগণ রসদ দিতে সম্মত আছে বলিয়া ভাণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা লইবার জন্য যে লোক সকল আসিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। ফরাসীরাও এ সময় ক্ষিপ্ত হইয়া দেশবাসীগণের প্রতি অতি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। কয়েদী রুসীয়দিগকে সেনাদল ভুক্ত করিবার চেষ্টা অনেকবার করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। একজন রুসীয়ের হস্তে নেপোলিয়নের নাম অঙ্কিত হইয়াছিল, ইহাতে সে কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার হস্ত কাটিয়া ফেলিল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এ হস্ত স্বদেশের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্রধারণ করিবে না।" কাউণ্ট ওরনজফের ১২ জন প্রজা ফরাসীদিগের হস্তগত হয়, নেপোলিয়ন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন "হয় সৈন্যদল ভুক্ত হও, নয় এক ঘণ্টার মধ্যে শিরশ্ছেদন হইবে।" এক ঘণ্টা সময় চলিয়া গেল, তাহারা সৈন্যত্ব স্বীকারে বিমুখ হইল। পুনরায় এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল, তাহারা তথাপি অস্বীকৃত। ইহাতে প্রথম ৪ ব্যক্তিকে হত করা হয়। কিন্তু যাহার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, সে ব্যক্তি এই প্রকার বল প্রয়োগের কোন ফলোপধায়িতা না দেখিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর নেপোলিয়নের দুর্দ্দশার একশেষ! তিনি রুষিয়া জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে স-সৈন্যে স্বদেশাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। শীতে, অনাহারে এবং শত্রুগণের আক্রমণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা

দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। ৫ লক্ষ সেনা লইয়া রণযাত্রা করিয়াছিলেন, ইহার ৪ লক্ষ পথে পথে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিল, অবশিষ্ট গুলি নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, নেপোলিয়ন কোন মতে প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

## দেশভ্রমণ।

### মিসর দেশ ও সুয়েজ খাল।

প্রাচীন মিসরের কথা উল্লিখিত হইলেই সহস্রাধিক ক্রোশবাহী নীল নদ, ফেরো রাজবংশ ও তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্থানীয় পিরামিড, মঠমালা এবং পুরাতন নগরী থিবস্, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতির কথা স্মরণ হয়। পুরাণে আলেকজান্দ্রিয়া যাহা খ্রীষ্টের আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ সম্রাট আলেকজান্দর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, ও যথায় পূর্ব্বে গুণবতী হাইপেসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, সে নগর ও তাহার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার ৬৪০ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওমার কর্ত্তৃক দগ্ধীকৃত হয়। ইহার লোক সংখ্যা প্লীনির মতানুসারে তিন লক্ষ ও পরিধি ৭ ক্রোশ ছিল। অনেকেই (Pompey's Pillar) পম্পে স্তম্ভের নাম শুনিয়াছেন, এখানেই ইহার অবস্থান ছিল! পারিস প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় নগরের যে যে প্রসিদ্ধ চিত্রশালিকা আছে, তাহাতে এস্থানের সংগৃহীত অনেক দ্রব্যাদি সঞ্চিত আছে। পুরাতন আলেকজান্দ্রিয়া ৩।৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া কেবল ভস্মাবশেষ হইয়া আছে।

এদিকে আধুনিক মিসরের বিষয় ভাবিলেই প্রধানতঃ সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর, কেরো, সুয়েজ খাল, কেলাদিগের (কৃষকদিগের) হীনাবস্থা, নীল নদের বার্ষিক বন্যা, নিউবিয়া প্রভৃতি স্থানের লোকদের দাস্যাবস্থা, ইংরাজ ও ফরাসিদিগের খেদিবীর (মিসরের শাসন কর্ত্তাদিগের উপাধি) উপর ক্ষমতা প্রসারণ প্রভৃতির চিন্তা মনোমধ্যে উদিত করে। পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য মিসরের রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলিলেই হয় যে খিদিবী নামমাত্র তুরুকের সুলতানের অধীন, কাযে সব রাজক্ষমতা তাঁহারই। আবশ্যক হইলে কখন কখন মিসরদেশীয় সেনা

কনেষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হয়। এপ্রকার ঘটনা একবার ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্ধ সময়ে ও ১৮৮৬ খৃঃ শকে রুসিয় সমরকালে হয়।

প্রথমতঃ আমরা সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর যাইবার সময় যাহা যাহা দর্শন করি, তদ্‌বিষয়েরই উল্লেখ করিব। এই রাস্তা "Overland Route, ভূমিপথ নামে খ্যাত। পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে কোন যাত্রীর ভারতবর্ষে আসিতে হইলে, আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া আসিতে ৩ মাস সময় লাগিত। এখন এই মিসর দেশের রাস্তা খোলায় ২১ দিনে পত্রাদি ইউরোপ হইতে পাওয়া যায়। বাষ্পীয় শকটে সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (২২০ মাইল) আসিতে আন্দাজ ১৪ ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা১৮৭৬সালের ১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে, আরব উপকূলস্থিত এডেন বন্দর ছাড়িয়া ২২এ তারিখ অপরাহ্নে সুয়েজ পৌছি। সেই দিনই সন্ধ্যার পরে সুয়েজ ছাড়িয়া পর দিন প্রাতে ১০ টার সময় আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হই। নীল নদ আমাদের দেশের মধ্যমায়তন নদীর মত বড়। এই নদ না থাকিলে মিসরবাসীদের বাঁচিয়া থাকিবার কোন উপায় থাকিত না। নিম্ন ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী মিসর ছাড়িয়াই মরুভূমি। কেবল পানীয় জলের জন্যই যে নীল নদের আবশ্যকতা তাহা নহে। এই জল ভিন্ন নালা হ্রদ ইত্যাদি অন্যান্য জলাশয় লবণাক্ত। মিসর ভূমির যে এত উর্ব্বরতা, কেবল নীল নদই তাহার মূল কারণ। মিসরে যদিও কেবল অল্পমাত্রায় বৃষ্টি হয়, কোন কালে হয়ত হয় না, তত্রাপি নীল নদের উৎপত্তি স্থানে অধিক পরিমাণে বর্ষণ হয়, তৎসঙ্গে আবার পর্ব্বতমালায় বরফ দ্রব হইয়া এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ৪ ইঞ্চ পরিমাণে নদীর জল বৃদ্ধি হয়। তৎসঙ্গে নদীর পর পার ও পার্শ্ববর্ত্তী সকল ভূমি বন্যায় প্লাবিত হয়। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জল কমিতে থাকে, তখনই কর্ষণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া, জুন মাসে সর্ব্ব প্রকার শস্য সংগৃহীত হয়। তুলা, যব, গম, ধান, সরিষা, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। এদিকে আবার মিসরে পাটের চাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বঙ্গদেশ হইতে তুলার রপ্তানি কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। নিম্ন মিসর স্বর্ণ ভূমি তুল্য।

নীল নদ হইতে নানা জায়গায় খাল কর্ত্তন করা হইয়াছে। পুরাকালে এস্থান অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া খ্যাত ছিল। কৃষিকার্য্যের উন্নতিতেও তত্রত্য কেলাদিগের অবস্থা দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। সাধারণতঃ খিদিবীরা অত্যাচারী। ভূতপূর্ব্ব খিদিবী ইস্মাইল পাসা প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেন। প্রজাদিগের অবস্থা ও ভূমির উর্ব্বরতা বিষয়ে যাহা লিখিলাম, সে সব একজন মিসরদেশীয় লোক হইতে অবগত হইয়াছি। এই দেশীয় ভদ্রলোকটী আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ইস্মাইল পাসা নিজকে ধনী করিবার বিলক্ষণ চেষ্টা পাইয়া অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষকালে তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইতালী দেশে নির্ব্বাসিতের মত বাস করিতে হইয়াছে। তাঁহার পুত্র টেকিয়ুক পাসা মিসরের খিদিবী। রেলের পার্শ্বে অনেক বড় বড় জলাশয় দৃষ্ট হয়, সেগুলি হইতে অনেক লবণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মিসরে নীল নদের জল ভিন্ন পানীয় মিষ্ট জল আর নাই। আমরা মধ্যে মধ্যে স্ত্রীপুরুষদিগকে উষ্ট্রারোহণে ও পদব্রজে মেলায় যাইতে দেখিলাম। গ্রামের মধ্য হইতে উত্তুঙ্গ মস্‌জিদ্ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায়ও বা প্রাতে উপাসনার আহ্বান জন্য কীর্ত্তকের নিমন্ত্রণধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। রেলের পার্শ্বে, প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল আছে। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে মিসরের নিম্নতর ভাগ এত উর্ব্বর, অথচ কেরো ছাড়িলেই কেবল অনবরত মরুভূমি। দিন দিন মিসরীয় লোকেরা দেশের আত্মশাসন বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন। এতদিন পরে তথায় 'দেশীয় সম্প্রদায়' বলিয়া একটী শ্রেণী দলবদ্ধ হইয়াছেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশ ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধস্থল হইয়াছিল। প্রথম নেপোলিয়ান মিসর দেশে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের সন্নিহিত আবুকর উপসাগরে প্রসিদ্ধ নেলসন কর্ত্তৃক ফরাসীরা পরাজিত হন। এখনও রেলওয়ে ষ্টেষণে ফরাসী ভাষায় বিজ্ঞাপনাদি লেখা থাকে। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার স্থানে স্থানে নীল নদের উপর সাঁকো বাঁধিয়া গিয়াছেন। সুয়েজ খাল তৃতীয় নেপোলিয়নের পত্নী রাজ্ঞী ইয়ুজিনী নিজে আসিয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮৬৯খৃষ্টাব্দে খুলিয়া দেন। এদিকে সুয়েজ খাল খননের পর ইংরাজেরা মিসরে

আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। ভূতপূর্ব্ব খিদিবী ইয়ুরোপীয়-দিগের হইতে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে ইংরাজ ও ফরাসীরা রাজস্ব বিষয় বন্দবস্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'জাতীয় সম্প্রদায়স্থ' লোকেরা মিসরে স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলোদ্দেশে ধীরতা ও বিবেচনার সহিত কায করিলে অবশ্যই সফল-প্রযত্ন হইবেন। আলেক-জান্দ্রিয়া বন্দরের দিন দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। ইংরাজ ফরাসী ইতালীয় রুষিয় অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতি জাতিরা নিয়মিতরূপে বাণিজ্য তরি এদেশে প্রেরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষ,চীন,অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির পত্রাদি ডাকে সপ্তাহে সপ্তাহে এস্থান হইতে ইতালীস্থ ব্রিণ্ডিসি নামক বন্দরে যাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

## নূতন সংবাদ।

১। লর্ড রিপণ সিমলায় গমন করিয়াছেন।

২। লোহিত সাগরে এক প্রকার মাছ ধরা পড়িয়াছে, ইহার নিম্ন ভাগ কটি-দেশ পর্য্যন্ত মাছের মত, উপরিভাগ মানুষের ন্যায়। মাথা চুল দাড়ী আছে, চক্ষু দুটী অপর দিকে।

৩। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারা বেলুন চলিতেছে ওগম হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রস্তুত হইতেছে।

## বামাগণের রচনা।

### বসন্ত বর্ণনা।

দেখিতে দেখিতে বসন্তের আগমন,
ক্লেশকর শীতঋতু হলো অদর্শন।
ত্যজিল বসুধা জীর্ণ মলিন বসন,
নববেশে প্রফুল্লিত শোভে অতুলন। ১
মোহিল প্রকৃতি দেবী মানবের হিয়া
নানারাগে ধরণীরে রঞ্জিত করিয়া,
মৃদু মৃদু বহে আহা বসন্ত হিল্লোল,
পরশে মানব দেহ করে সুশীতল। ২
শীর্ণ ছিল মহীরুহ আকুঞ্চিতা লতা,
মধুকাল সমাগমে হল পুলকিতা;
কচি কচি পাতাগুলি নয়ন-রঞ্জন,
হেলিছে দুলিছে ধীরে সহ সমীরণ। ৩

কুসুম কানন আহা কিবা শোভা ধরে
হেরিলে প্রকৃতি ছবি মন প্রাণ হরে।
চেয়ে দেখ মল্লিকা হাসিছে উপবনে,
সুগন্ধ বিতরি তোষে মলয় পবনে। ৪
প্রস্ফুটিত কামিনী, গোলাপ, গন্ধরাজ,
ভ্রমরের আর দেখ নাহি অন্য কাজ,
গুণ, গুণ রবে সদা, পুষ্প মধু হরে,
মধু পিয়ে ঝঙ্কারিছে প্রফুল্ল অন্তরে। ৫
পক্ষীগণ করিতেছে মধুর কূজন,
উড়িতেছে বায়ুভরে হরষিত-মন,
মাঝে মাঝে, বনপ্রিয় কুহু কুহু স্বরে
বরষিছে সুধা ধারা শ্রবণ বিবরে। ৬
বসন্ত পূর্ণিমা মরি কিবা সুখময়,
নিরুপম শোভারাশি, আনন্দ আলয়।
সুস্নিগ্ধ জোৎস্নায় ধরা করে ঢল ঢল,
কৌমুদীবসনা নিশা আনন্দে বিহ্বল। ৭
সুধাহেতু চকোরের লোলুপ রসনা,
সুধাকর পাশে ধায় হয়ে ব্যস্তমনা,
আশাতীত সুধা পিয়ে চকোরী চকোরে,
মত্ত ভাবে নৃত্য করে আনন্দ অন্তরে। ৮
মধুকাল আগমনে জীব জন্তুগণ
প্রীতি রসে হইয়াছে সবে নিমগন,
মলিনতা, পাপ, তাপ, দূরে পরিহরি
উঠিছে সর্ব্বদা হৃদে শান্তির লহরী। ৯
বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করুণা অপার,
তাঁর কীর্ত্তি বর্ণিবারে হেন সাধ্য কার ?
পশু, পক্ষী, পুষ্প, ফল তরু লতাগণ
অবনত শিরে করে তাঁহারে বন্দন। ১০　　হেমলতা।

# ২য় কল্প, ৩য় ভাগ বামাবোধিনীর

## সংখ্যানুসারে সূচিপত্র।

### বৈশাখ—১৯৬ সংখ্যা।



### জ্যৈষ্ঠ—১৯৭ সংখ্যা।



### আষাঢ়—১৯৮ সংখ্যা।



### শ্রাবণ—১৯৯ সংখ্যা।

### ভাদ্র—২০০ সংখ্যা।



### আশ্বিন—২০১ সংখ্যা।



### কার্ত্তিক—২০২ সংখ্যা।



### অগ্রহায়ণ—২০৩ সংখ্যা।

## পৌষ—২০৪ সংখ্যা।



## মাঘ—২০৫ সংখ্যা।



## ফাল্গুন—২০৬ সংখ্যা।

---

## ২য় কল্প ৩য় ভাগ বামাবোধিনীর

### বিষয়ানুসারে সূচিপত্র

### ১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।



### ২। নারীচরিত ও জীবনচরিত।



### ৩। নীতি ও ধর্ম্ম।